মদনমোহন

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত

প্রথম অভিনয়

বৃহস্পতিবার, ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৪১

শ্রীঅমরনাথ চট্টোপাধ্যায় এম, বি,

ডি, এম, লাইব্রেরী
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

মূল্য—এক টাকা

মুদ্রাকর
শ্রীআশুতোষ ভড়
শক্তি প্রেস
২৭।৩ বি, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

উৎসর্গ

—ঃ০ঃ—

যিনি সকল অবস্থায় আমায় তাঁর অভয় আশ্রয় দিয়ে ঘিরে রেখেছেন, তাঁরই দ্বিতীয় আবির্ভাব পিতামাতার পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে আমি মদন-মোহনকে নমস্কার করি—

"পিতৄনমস্তে দিবি যে চ মূর্ত্তাঃ
স্বধাভুজঃ কাম্যফলাভিসন্ধৌ
প্রদানশক্তাঃ সকলেপ্সিতানাং
বিমুক্তিদা যে নোঽভিসংহিতেষু।"

———

ভূমিকা

ভূমিকার প্রয়োজন নাই—যে ক'টি কথা বলা দরকার তা মুক্তকণ্ঠে সোজা কথায় বলাই ভাল।

ঐতিহাসিক বিতর্ক ও কিম্বদন্তীর কুয়াসা যেখানে রচনার পথ বিঘ্ন-বহুল করেছে, সেখানে নটগুরু গিরিশচন্দ্র ও পূজনীয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের প্রদর্শিত রীতি অনুযায়ী কল্পনার সাহায্যে পথ দেখে নিতে চেষ্টা করেছি।

এ বই লেখার প্রবৃত্তি ও প্রেরণা আমার অগ্রজাধিক শ্রীযুক্ত অজর চন্দ্র সরকার মহাশয়ের। তিনি ও আমি আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্রের কোলের কাছে ব'সে সাহিত্যের দাগা বুলিয়েছি। বাল্যের সে স্নেহের বাঁধন আজও অটুট। তিনি দেখে শুনে এলেন বিষ্ণুপুরে মদনমোহনের কীর্ত্তি—আমি গাঁথলুম ভাষার ভক্তিমালা। ভালমন্দ মদনমোহনের শ্রীচরণে সমর্পিত।

আমাদের স্কুলের আমলের সেই পাকাঝুন,—মিনার্ভা থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় যে এ বয়সেও প্রবীণতার মাঝে নবাগতের নবীনতার সমাদর করেন—তাঁর সেই সরলতার পরিচয়ে আমি পরিতৃপ্ত।

ষ্টারের সুযোগ্য অধিকারী বাবু সলিলনাথ মিত্র মহাশয়ের অমায়িক ব্যবহাব আমায় মুগ্ধ করেছে; তাঁর উদার মনোভাব ও উৎসাহ দানের প্রচেষ্টা না থাকলে মদনমোহন লোকলোচনের অন্তরালেই থেকে যেতেন।

সত্যিকারের শিল্পী, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র বসু (পটল বাবু) ও কৃতী নাট্যকার, সোদর প্রতিম শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম, এ'র কতখানি

প্রচেষ্টা এর পেছনে রয়েছে তা ভাষায় বলতে গেলে—"জ্যাঠামী" করা হবে।

বন্ধুবর সুকবি সুবোধ রায় আমার সকল সাহিত্য-প্রচেষ্টায় অকাতরে উৎসাহ দেন ; তিনি গোড়া থেকেই এই মদনমোহনকে কোলে তুলে নিয়েছেন।

অগ্রজ-প্রতিম শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়, পুস্তক-প্রকাশক ও ব্যবসাদার হ'লেও সুখে দুঃখে সকল সময়েই অযাচিত স্নেহে ও সাহায্যে আমার উপর অগ্রজের দাবী ঠিক বজায় রেখেছেন ; কাজেই, এবার ছুটীতে স্বাস্থ্যপ্রবাস-যাত্রা বন্ধ রেখে নিজের গাঁটের কড়ি খরচ করে বাড়ী ও প্রেস সমান করে ফেলেছেন।

এঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে যাওয়ার "পাকামী" না করে—অন্তরের জিনিষ চিরদিন অন্তরে জাগরুক রাখতে পারলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করবো।

আমার কাব্যগ্রন্থ "আহুতির" মত, এই গ্রন্থ প্রকাশের দোলাচলচিত্ত-বৃত্তির সময়ও রেডিয়ম ল্যাবোরেটরীর স্বনামখ্যাত স্বত্বাধিকারী সোদরোপম শ্রীমান বিজয়বসন্ত বসাক সানন্দে এগিয়ে এসে ভারকেন্দ্রে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়েছেন, তাই এই বই প্রকাশ সম্ভব হল।

বিনয়বাবু—জামাই, স্নেহের পাত্র—তাঁর কৃতিত্বে আমার আনন্দ ও গৌরব অসীম।

পরিশেষে রঙ্গমঞ্চের উদ্যোজক, শিল্পী ও অভিনেতৃ-সঙ্ঘ, আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। ইতি—

বিনীত—

গ্রন্থকার

এমেচার ক্লাবে যাঁরা এই নাটক অভিনয় করবেন

কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের নির্দ্দিষ্ট সময়ের স্বল্পতা বশতঃ কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের সুবিধামত, স্থানে স্থানে অংশবিশেষ বাদ দিতে বাধ্য হইয়াছেন।

মফঃস্বলের রঙ্গমঞ্চে অনেক সময় কলিকাতার রঙ্গমঞ্চের পরিকল্পনানুযায়ী অভিনয় দেখান সম্ভব হয় না; তার কারণ, মফঃস্বলের প্রযোজকদিগের উপযুক্ততার অভাব নয়—তার কারণ, সে সকল স্থানে বিদ্যুৎ ও যন্ত্রশক্তির অপ্রাচুর্য্য।

কাজেই, মফঃস্বলে এই নাটক প্রযোজনায় সেখানকার প্রযোজকদিগের স্ব স্ব পরিকল্পনাশক্তির উপযুক্ততার উপরই নিঃসন্দেহে নির্ভর করা যায়। বিশেষতঃ এ যুগে কলিকাতার কোথায়, কোন্ বিশ্বকর্ম্মার শিল্পশালার শরণ লইতে হইবে এ বিষয়েও তাঁরা অজ্ঞ নন। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাঁদের কোনও উপদেশ দেওয়া আমি ধৃষ্টতা মনে করি; তবে,—

১। প্রথম অঙ্কের শেষে যবনিকা পতনের পূর্ব্বে শূন্যে গরুড়বাহন নারায়ণের আবির্ভাব ও তাঁহার নির্দ্দেশে গরুড় কর্ত্তৃক জলমধ্য হইতে পুঁথি সমেত বরুণের নৌকা চঞ্চুদ্বারা উত্তোলন।

২। চতুর্থ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে মদনমোহন কর্ত্তৃক মারাঠাদের বিপক্ষে দলমাদল কামান চালনা—

কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শিত এই দুটী দৃশ্য মফঃস্বলে কাটা সিনের সাহায্যে দেখান যাইতে পারে বলিয়া মনে হয়—অপরগুলির বন্দোবস্ত অসম্ভব নয়।

মদনমোহন

সংগঠনকারীগণ

স্বত্বাধিকারী—শ্রীযুক্ত সলিলনাথ মিত্র বি, কম্,

প্রযোজক ও পরিচালনা } „ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম, এ

স্বরশিল্পী—সঙ্গীতাচার্য্য কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধগায়ক)

সহকারী—শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র দে

মঞ্চশিল্পী—শ্রীযুত পরেশচন্দ্র বসু (পটলবাবু)

নৃত্যশিল্পী—শ্রীযুত ললিতমোহন গোস্বামী

মঞ্চ-তত্ত্বাবধায়ক—শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

স্মারক—ভক্তিবিনোদ বিমলচন্দ্র ঘোষ

ঐ সহকারী—শ্রীসুকুমার কাঞ্জিলাল

রূপসজ্জাকর—শ্রীনন্দলাল গাঙ্গুলী

আলোকসম্পাতকারী—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

যন্ত্রীসঙ্ঘ

শ্রীযুত বিদ্যাভূষণ পাল, শ্রীযুত কালিদাস ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুত ললিতমোহন বসাক, শ্রীযুত মথুরামোহন শেঠ, শ্রীযুত বনবিহারী পাত্র ও শ্রীযুত বসন্ত মুখোপাধ্যায়।

মদনমোহন

প্রথম-অভিনয়-রজনীর পাত্র-পাত্রীগণ

রাখালবালক—শ্রীমতী লক্ষ্মী
দুর্জ্জনসিংহ—শ্রীসনৎকুমার মুখোপাধ্যায়
গোপাল সিংহ—শ্রীসিদ্ধেশ্বর গাঙ্গুলী
কমল বিশ্বাস—শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য
দুর্গাপ্রসাদ—শ্রীগোপাল চট্টোপাধ্যায়
ভাস্কর পণ্ডিত—শ্রীজয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
শিউভাট—শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ ২নং
শ্রীনিবাস—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
ভক্ত—শ্রীমুরারীমোহন মুখোপাধ্যায়
ক্যাবলরাম—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দত্ত
ভটচায্—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
বিদ্যার্ণব—শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়
মধু রায়—শ্রীপান্নালাল মুখোপাধ্যায়
ব্যাসাচার্য্য—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য
শেখর—শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
আজিম খাঁ—শ্রীমঙ্গল চক্রবর্ত্তী

বিষ্ণুপুর সৈন্যগণ
মারাঠা সৈন্যগণ
প্রহরীগণ ইত্যাদি
} কৃষ্ণ বন্দ্যো, ফণি শীল, ব্রজেন আশ, নরেন মুখো, শৈলেন, মণি চট্টো, বিষ্ণু সেন, প্রশান্ত বিশ্বাস।

রাণী—শ্রীমতী দুর্গারাণী
কিশোরী—শ্রীমতী বীণা দেবী
যমুনা বাই—শ্রীমতী উষা দেবী
লালবাই—মিস্ লাইট
পিয়ারী—শ্রীমতী রাজিলক্ষ্মী
মালিনী—শ্রীমতী তারকবালা
দাসী—শ্রীমতী রাণীবালা

সখিগণ

শ্রীমতী সরসী, শ্রীমতী বীণা ১নং শ্রীমতী লীলাবতী, শ্রীমতী ইরা, শ্রীমতী রাণী, শ্রীমতী পারুল, শ্রীমতী বিজলী, শ্রীমতী পুষ্প, শ্রীমতী কমলা, শ্রীমতী শান্তি, শ্রীমতী শেফালী ও শ্রীমতী হাসি।

———

মা৭

—চরিত্র পরিচয়—

পুরুষগণ

রাখাল	...	ছদ্মবেশী মদনমোহন
দুর্জ্জনসিংহ	...	বিষ্ণুপুরাধিপতি
গোপাল সিংহ	...	ঐ পুত্র
কমল বিশ্বাস দুর্গাপ্রসাদ	...	ঐ সেনাপতিদ্বয়
ভাস্কর পণ্ডিত	...	মারাঠা নায়ক
শিউভাট	...	ঐ সেনাপতি
ফাড়কে	...	মারাঠা সেনাপতি
শ্রীনিবাস	...	বৈষ্ণব আচার্য্য
ভক্ত	...	ঐ শিষ্য
ক্যাবলরাম	...	জনৈক গান-পাগলা
ভট্চায্ বিদ্যার্ণব মধুরায় ব্যাসাচার্য্য	...	বিষ্ণুপুরবাসিগণ
শেখর	...	মদনমোহনের তরুণ সেবাইত
আজিম খাঁ	...	চেৎ বর্দার উজীর পুত্র

বিষ্ণুপুর সৈন্যগণ, মারাঠা সৈন্যগণ, প্রহরী ইত্যাদি

স্ত্রীগণ

রাণী	...	তুর্জ্জন সিংহের স্ত্রী
কিশোরী	...	ঐ কন্যা
যমুনাবাই	...	চেৎ বর্‌দার রাজা শোভা সিংহের স্ত্রী
লালাবাই	...	আজিম খাঁর ভগ্নী
পিয়ারী	...	ঐ সহচরী

মালিনী, নর্ত্তকীগণ, কাঠুরিয়া কন্যাগণ, দাসী, কিশোরীর সঙ্গিনীগণ, দেবদাসীগণ ইত্যাদি

———

মদনমোহন

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

যমুনাবাই ও লালবাই

(নেপথ্যে আর্ত্তনাদ, বন্দুকের আওয়াজ)

[আজিম খাঁর প্রবেশ]

আজিম। দুঃসংবাদ, মহারাণি!

যমুনা। আজিম খাঁ!

আজিম। মহারাজ শোভাসিংহ বিষ্ণুপুরী ফৌজের হাতে বন্দী!

যমুনা। বন্দী! আমার স্বামী! ভগবান্!

আজিম। শোকের এ সময় নয়, মা! শত্রু কেল্লার দরওয়াজা ভেঙ্গে ফেলেছে। ঐ শুনুন, মুহুর্মুহু তাদের তোপধ্বনি। আসুন, মা। আপনি আমার সঙ্গে এখান থেকে চলে আসুন।

যমুনা। কোথায় যাবো?

[লালবাইয়ের প্রবেশ]

লাল। যেখানে হয়। ভাই আজিম, রাণীমাকে নিয়ে পালাও।

যমুনা। লালবাই! তোমার পিতা উজীর আমির খাঁ?

লাল। পিতা আমার নেই!

যমুনা। নেই! আজিম খাঁ,—

আজিম। পিতা যুদ্ধে নিহত। তিনি জীবিত থাক্‌লে শত্রুর সাধ্য ছিল কি মহারাজ শোভাসিংহকে বন্দী করে—তাঁর কেশাগ্র স্পর্শ করে!

লাল। ঐ কোলাহল, বড় নিকটে। আর কাল বিলম্ব নয় ভাই। পিতা মরেছেন—মনে রেখো রাণীমার মর্য্যাদা রক্ষার ভার এখন আমাদের উপরই। শিগ্‌গির যাও —পালাও।

আজিম। এসো মা! চলে এসো।

যমুনা। কিন্তু লালবাই?

লাল। লালবাইয়ের জন্যে ভেবোনা, রাণি। শিশুকালে বুনো বাঘের বাচ্ছা নিয়ে যারা খেলা করে আমি সেই পাঠানের মেয়ে। আজ সাধ হয়েছে উদ্দাম যৌবন নিয়ে খেলা করি।

(নেপথ্যে—জয় মহারাজ দুর্জ্জন সিংহের জয়)

লাল। এসেছে! পালাও—বার দুয়ারী সুড়ঙ্গ, বার দুয়ারী সুড়ঙ্গ……

(রাণী ও আজিম খাঁকে ঠেলিয়া দিল)

[সসৈন্যে কমলের প্রবেশ]

কমল। ঐ পালায়, বন্দী কর—বন্দী কর।

লাল। দাঁড়াও! এক পা অগ্রসর হতে চেষ্টা করো না।

কমল। উঃ—সুন্দরীর রাঙা চোখের শাসনে ভয় পাবে বিষ্ণুপুর-সেনাপতি কমল বিশ্বাস! হাঃ হাঃ……যাও অগ্রসর হও।

লাল। খবর্দ্দার! ওখান থেকে একচুল নড়বে তো এই পিস্তল।

কমল। বটে! আবার পিস্তলও আছে দেখ্‌ছি! কিন্তু ওতে তো হবেনা সুন্দরী! কটী গুলি ধরে তোমার ঐ একটী পিস্তলে! বড় জোর এই সব সৈনিকের একটী কি দুটীকে জখম করবে, কিন্তু তারপর তোমার হাত থেকে শূন্য পিস্তল কেড়ে নিয়ে ও লীলায়িত ভুজ বল্লরী জড়িয়ে নেব আমারই বাহু বন্ধনে।

লাল। তা হবে না শয়তান। সে পরম দুঃসময় আসবার আগে এ পিস্তলের শেষ গুলি আবদ্ধ করবো তাহলে আমারই বক্ষঃস্থলে!

কমল। এই এগিয়ে যা, এগিয়ে যা।

লাল। খবর্দ্দার! এখনো বল্‌ছি খবর্দ্দার! নইলে……

কমল। কেড়ে নে, পিস্তল কেড়ে নে……

[যুবরাজ গোপাল সিংহের প্রবেশ]

গোপাল। খবর্দ্দার! সৈনিকগণ!

কমল। কে? একি! যুবরাজ গোপাল সিংহ!

লাল। বিষ্ণুপুরের যুবরাজ?

গোপাল। কে তুমি রমণী?

লাল। আমি উজীর আমীর খাঁর কন্যা লালবাই।

গোপাল। লালবাই! বন্দী শোভা সিংহের উজীর আমীর খাঁ তোমার পিতা?

কমল। আমীর খাঁ আমাদের শত্রু—যুদ্ধক্ষেত্রে তাকে নিহত করেছি,—তার কন্যা আমাদের বন্দী।

গোপাল। না, বিদ্রোহী শোভাসিংহের উজীর বলে আমীর

খাঁ শত্রু, কিন্তু তাঁর কন্যা তো আমাদের শত্রু নয়। উজীরনন্দিনী আপনি মুক্ত।

কমল। যুবরাজ, এ যুদ্ধের সেনাপতি আমি; আমার কর্ত্তব্যে এ আপনার অন্যায় হস্তক্ষেপ।

গোপাল। এক দুর্ব্বলা রমণীকে তোমার কবল হ'তে মুক্ত করতে যদি আমায় সে অন্যায় হস্তক্ষেপ করতে হয়, সেনাপতি, তার জন্যে জবাবদিহি করব আমি আমার পিতা মহারাজ দুর্জ্জন সিংহের কাছে, আর আমাদের গৃহদেবতা মদনমোহন শ্যামসুন্দরের কাছে—তোমার কাছে নয়। যাও।

কমল। হুঁ—

(সৈনিকদের ইঙ্গিত ও তাহাদের প্রস্থান)

কিন্তু কাজটা খুব ভাল হলনা, যুবরাজ।

গোপাল। ভালমন্দের বিচার ছেড়ে দিয়েছি, সেনাপতি, আমি আমার বিবেকের ওপরে।

কমল। এ আপনার বিবেকের নির্দ্দেশ নয়—

গোপাল। তবে?

কমল। এ হ'ল ঐ সুন্দর মুখের জয় জয়কার।

[কমলের প্রস্থান]

গোপাল। সেনাপতি! তোমার এ স্পর্দ্ধা—

লাল। না—এ স্পর্দ্ধা নয়।

গোপাল। উজীর কন্যা—

লাল। সত্যই সুন্দর মুখের জয় জয়কার। কিন্তু ভাবছি কে হারল কে জিত্‌ল? বিষ্ণুপুরের যুবরাজ গোপাল সিংহ

না চেৎবরদার উজীর কন্যা তরুণী লালবাই! কোন্ সুন্দর মুখের জয় হল আজ?

গোপাল। তার মানে?

লাল। না, তাই বল্‌ছিলুম। বাইরে জ্যোৎস্না ফুটেছে; ঐ দেখুন, যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়াল বীভৎসতাকে জয় করে চাঁদের আলো তার ওপর দিয়ে কেমন মোহনীয় রূপের জাল বুনেছে! আসুন, যুবরাজ, বাইরে আসুন।

গোপাল। তোমার সঙ্গে?

লাল। নইলে আত্মীয় বান্ধবহীনা, স্বজন পরিত্যক্তা আমি এ শ্মশান পুরীতে কার সঙ্গে যাবো, যুবরাজ? কে আমার আছে? কোথায় আমার আশ্রয়?

গোপাল। লালবাই!

লাল। ভয় নেই, আমি নিশির ডাক ডেকে আপনাকে পথ ভুলিয়ে নিতে চাইনা। আপনার সঙ্গে বিষ্ণুপুরে গিয়ে আপনার পিতা মহারাজ দুর্জ্জন সিংহের কাছে আশ্রয় চাইব। আপনারা দেশের পালক—দেবেন না আমায় এতটুকু আশ্রয়?

গোপাল। কিন্তু এই রাত্রিকালে, তুমি একাকিনী, তোমায় সঙ্গে নিয়ে…

লাল। ও—ও, সুন্দর পুরুষের ভয় হচ্ছে! তবে থাক্। বিদায় যুবরাজ! আদাব।

গোপাল। না, না, লালবাই! তুমি এসো, আমি তোমায় বিষ্ণুপুরে আশ্রয় দেব।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বনপথ

[বিষ্ণুপুরী সৈন্যগণের প্রবেশ]

১ম সৈ। নাঃ, গাড়ীর তো কোনও পাত্তাই নেই।

২য় সৈ। আচ্ছা, লড়াই তো থাম্‌লো, এখন সেনাপতি কমল বিশ্বাস আমাদের এ আবার কি হুকুম দিলে ?

১ম সৈ। আর কি,—লুটতরাজ। এ আর বুঝিস নি ? এতকাল বিষ্ণুপুর-সরকারে চাকরী কল্লি কি তবে ?

২য় সৈ। তা বটে, কথাতেই আছে—রাজত্ব মানে পরের লুটে খাওয়া।

১ম সৈ। বিশেষ, এই বিষ্ণুপুরের রাজাদের—

২য় সৈ। শুনেছি, লাঠি খেলা শিখে রঘুরাজা সাঁওতালের দল নিয়ে ডাকাতি করে পরের নিয়েই এ রাজ্যের পত্তন করেছিল।

১ম সৈ। বৈষ্ণব ধর্ম্ম নিয়ে, মদনমোহনের সেবায়েত হয়েও এখনও তাই তাদের সে ডাকাতির নেশা কাটেনি ; যেমনি খবর পেলে যে এই পথে দুগাড়ী রসদ আসছে, অমনি খাড়া হুকুম হল।

২য় সৈ। এই, চুপ্ চুপ্! কিসের আওয়াজ যেন !

১ম সৈ। তাই তো, গরুর গাড়ী না ?

২য় সৈ। আয়, এই দিকে আয়, দেখি।

(সৈনিকগণের প্রস্থান)

(নেপথ্যে বংশীধ্বনি)

[শ্রীনিবাস গোস্বামী ও ভক্তের প্রবেশ]

শ্রীনিবাস। আর কতদূরে তুমি পুরুষ-উত্তম ?
ছাড়ি বৃন্দাবন, পথে পথে ফিরি,
কতদিনে শ্রীমুখ নেহারি'
জনম সফল হবে ?
হে গৌর-সুন্দর,
এতদিনে প'ড়েছে কি মনে ?
দাও দেখা কিঙ্করে তোমার !

ভক্ত। গোঁসাই, এ কোন্ পথে এলেন ? ক্রমেই পাহাড়, বন, জঙ্গল বেড়েই চলেছে। পথে ঘাটে মোগল-পাঠানে যুদ্ধ আর লুটতরাজ ! এক সুবিধা,—আমরা বৈরিগী মানুষ, কাছে টাকাকড়ি কিছুই নেই—এই যা।

শ্রীনিবাস। পার্থিব সম্পদ নাই,
কিন্তু আছে
বৈষ্ণবের অতি প্রিয়
মহামূল্য মণি, এই ভাগবত
লীলামৃত চরিত-আখ্যান,
কৃষ্ণদাস-প্রাণ।
ভক্তের স্বহস্তলিপি, ভক্তি-অশ্রুজলে
নিয়ে যাই নিবেদিতে বিশ্বের কল্যাণে।
মহাকবি কৃষ্ণদাস আছে পথ চেয়ে,
মোর করে পাণ্ডুলিপি স'পি' ;
নিয়ে যাব শ্রীধামের মাঝে।

ভক্ত। নিয়ে তো যাবেন, কিন্তু পথ কই? পেছনে গাড়ী-বোঝাই পুঁথি-পত্তর তো আসছে, কিন্তু সামনে যে খালি পাহাড়। এদিকে পথ নেই, ঠাকুর। গাড়ী ফেরাতে হবে।

শ্রীনিবাস। তাই তো!
পথহারা কোন্ পথে যাই,
বলে দাও রাধানাথ!
সাথে মোর বৈষ্ণবের প্রাণ—
মহাগ্রন্থচয়!
আমি মরি, ক্ষতি নাই,
কিন্তু তব নাম, তব লীলা
প্রচারের ব্যাঘাত না হয়।
রাধানাথ! রাধানাথ!
ঐ—ঐ—শোন্ বংশীধ্বনি!
ওরে ভক্ত, পথে যেতে
তোর সাথে সাথে,
সুমধুর পদাবলী গীত-গোবিন্দের
বাঁশীসনে কতবার শুনিয়াছি কানে···

ভক্ত। তাই ত, আবার সেই গান!

(নেপথ্যে রাখালের গীত)

সমুদিত মদনে রমণী বদনে চুম্বন বলিতা ধরে
মৃগমদ তিলকং লিখতি সপুলকং মৃগমিব রজনী করে।
রমতে যমুনাপুলিন বনে বিজয়ী মুরারীরধুনা ॥

ঘনচয় রুচিরে রচয়তি চিকুরে তরলিত তরুণাননে
কুরুবক কুসুমং চপলা সুষমং রতিপতি মৃগ-কাননে।

শ্রীনিবাস। যদবধি ছাড়ি বৃন্দাবন,
নিত্য শুনি পথে পথে
হেন পদাবলী ; মনে লয়—
মুরারি কি দয়া করি
ভাগ্যহীন জনে
দেখাইয়া দেন পথ !
চল্ চল্ ঐ দিকে।

(রাখালের প্রবেশ)

রাখাল। ওগো বাবাজী ! তোমরা কি এই বনে পথ হারিয়েছ ?

শ্রীনিবাস। মরি, মরি! নবীন নীরদকান্তি,
বনমালাধারী, মধুর মূরতি কে তুমি রাখাল ?

রাখাল। আমি যে হই। তোমরা পালাও গো, শিগ্‌গির পালাও।

ভক্ত। পালাব কেন ?

রাখাল। ডাকাত পড়েছে গো, ডাকাত পড়েছে।

ভক্ত। ডাকাত ! কোথায় ?

রাখাল। ওই ওখানে। কাদের গরুর গাড়ী লুঠ করছে।

ভক্ত। অ্যাঁ! কি সর্ব্বনাশ ! গোঁসাই গো, আমাদের গাড়ীতে ডাকাত।

শ্রীনিবাস হায়, হায় ! পথ-মাঝে বৈষ্ণবের প্রাণসম
মহামূল্য পাণ্ডুলিপিচয়

দস্যুদল করিছে হরণ।
দাঁড়াও, দাঁড়াও দস্যু!
সত্য কহি, নাহি ইথে পার্থিব রতন,
ইচ্ছা হয়, প্রাণ মোর করহ লুণ্ঠন,
ফিরে দাও, ফিরে দাও
গ্রন্থ কৃপা করি।

[প্রস্থান]

ভক্ত। গোঁসাই, ডাকাতের কাছে যেয়োনা। ফেরো, ফেরো, নইলে হাতের পুঁথিখানাও কেড়ে নেবে। ও গোঁসাই...

[অনুসরণ]

রাখাল। যাও ভক্ত শ্রীনিবাস।
বিলুণ্ঠিত পাণ্ডুলিপি উদ্ধার-কারণ চলে যাও
বিষ্ণুপুর মাঝে,
পাষাণ-বিগ্রহ যেথা
মদনমোহন, তোমারি মিলন লাগি'
রয়েছেন অধীর আগ্রহে ; চল ভক্তবর,
গীতগোবিন্দের পদ গাহিতে গাহিতে
আমি তোমা দেখাইব পথ।

[প্রথম গীত চলিতে থাকিবে]

তৃতীয় দৃশ্য

বনের অপর অংশ

[আজিম খাঁ ও যমুনা বাইয়ের প্রবেশ]

আজিম। এস মা, এই নির্জ্জন গাছতলায় ব'সে একটু বিশ্রাম কর।

যমুনা। না পুত্র, বিশ্রাম নয়। আমার চলার এখনো তো শেষ হয়নি—এগিয়ে যেতে হবে, আরও এগিয়ে—

আজিম। কিন্তু পথশ্রমে তুমি যে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছ, মা।

যমুনা। ক্লান্তি? আমার স্বামী শত্রু হস্তে বন্দী, বিষ্ণুপুর কারাগারে এতক্ষণে হয়ত তিনি শৃঙ্খলিত,—এখন কি আমার বিশ্রামের সময়, বাবা!

আজিম। মা!

যমুনা। যতক্ষণ তাঁকে কমল বিশ্বাসের হাত থেকে উদ্ধার করতে না পার্চ্ছি, ততক্ষণ আমার আহার নেই—নিদ্রা নেই! স্বামীর মুক্তি-সন্ধানে তপ্ত বালুকাময় পথ চলাতেই সুরু হয়েছে আমার দুঃসহ ব্রত। একি কম সুখ? চল আজিম, এগিয়ে চল—এগিয়ে চল।

আজিম। যাবো মা, কিন্তু কোথায় যাব তাই ভাবছি। তরবারি হস্তে অসংখ্য শত্রু-সৈন্যের ব্যূহ ভেদ ক'রে তোমায় নিয়ে পালিয়ে এসেছি—তোমার মাতৃশক্তির প্রেরণা তখন দিয়েছিল আমার বাহুতে অযুত হস্তীর বল। কিন্তু আজ—আজ যে আমি দিশেহারা হয়ে পড়েছি! প্রবল

প্রতাপ বিষ্ণুপুর-রাজের বিরুদ্ধে কে আমাদের আশ্রয় দেবে, মা ?

যমুনা। কেউ নেই ? দুর্ব্বল যারা, সর্ব্বহারা যারা, তাদের আশ্রয় দিতে কি এ জগতে কেউ নেই ?

(রাখালের প্রবেশ)

রাখাল। কেন থাকবেনা বাছা। আমার সঙ্গে এস, আমি আশ্রয় দেব।

যমুনা। মরি, মরি ! কি সুন্দর ছেলেটী। হ্যাঁ বাছা, তুমি কে ?

রাখাল। অত খোঁজে দরকার কি বাপু। দেখছ না, মাঠের রাখাল আমি। আশ্রয় চাও, এসো আমার সঙ্গে।

আজিম। বালক, দেশের শক্তিমান পুরুষেরা আজ আমাদের আশ্রয় দিতে সাহসী নয়, তুমি তো মাঠের রাখাল···

রাখাল। আমার ওপর ভরসা না হয়, বিষ্ণুপুরের রাজবাড়ীতে যাও।

যমুনা। বিষ্ণুপুর-রাজ আমাদের পরম শত্রু, তার কথা বলোনা, বালক।

রাখাল। শত্রু মনে করলে শত্রু, নইলে সেই-ই বন্ধু।

যমুনা। বালক !

রাখাল। যাগ্‌গে। তা না যাও, শুনলাম নবাবের ফৌজ নাকি ঐ গেঁয়োপথে যাচ্ছে বর্গীদের সঙ্গে সন্ধি করতে। ওখানে গিয়ে নবাবের আশ্রয় নাওনা।

যমুনা। তাই যাবে আজিম, নবাবের কাছে ?

আজিম। কিন্তু তোমার কি বিশ্বাস হয় মা, বিষ্ণুপুরের বিরুদ্ধে নবাব আমাদের সাহায্য করবেন? বিষ্ণুপুর-রাজ তাঁর প্রধান বান্ধব!

যমুনা। সত্যি, সেখানে ত যাওয়া চলেনা।

রাখাল। রাখাল নয়, রাজা নয়, নবাব নয়—সৃষ্টি ছাড়া বায়না বাপু তোমাদের। যাও, তাহ'লে ওই বর্গীদের খপ্পরে গিয়ে পড়গে—আমার কি?

(প্রস্থান)

যমুনা। রাখাল! শোন, শোন। চলে গেল! আজিম, আমি কর্ত্তব্য স্থির করেছি। চল, বর্গীদের কাছেই যাই।

আজিম। বর্গীদের কাছে? সেই অত্যাচারী দস্যুদের কবলে?

যমুনা। অন্য উপায় নেই, পুত্র। অত্যাচারী হলেও তারা যখন বিষ্ণুপুরের শত্রু, তখন হয়তো আমাদের মিত্র হলেও হ'তে পারে। আর শুনেছি, তাদের নেতা ভাস্কর পণ্ডিত মহাপরাক্রান্ত বীর। বীরের আশ্রয়ে যেতে সঙ্কোচ নেই, এসো।

আজিম। চলো মা। কিন্তু...

যমুনা। থাম্‌লে কেন? ও বুঝেছি, লালবাইয়ের কোন সন্ধান হ'লনা এখনও। লালবাইয়ের ভাবনাতেই···

আজিম। না, মা। বহিন পাঠানের মেয়ে—সে যেখানেই থাক, সন্ধান পাই না পাই,—তার জন্যে আমাদের এতটুকু চিন্তা নেই। সর্ব্বক্ষণের চিন্তা আমার এই করুণাময়ী মায়ের জন্যে।

যমুনা। আজিম, পুত্র আমার!

আজিম। চলো, মা। শুধু বর্গী কেন, তুমি আমায় মৃত্যুর দেশে যাবার হুকুম করতো তোমার এ ছেলে সেখানেও যেতে প্রস্তুত; চলো।

(উভয়ের প্রস্থান)

(কাঁঠুরিয়া কন্যাদের প্রবেশ ও গীত)

মাদল বাজে পিয়াল বনে বাদল ঝরঝর
দূর, বিদেশী বঁধুর লাগি পরাণ থর থর।
চুম দিয়ে কে ফুটায় কদম
লাজুক কেয়ার লুটায় সরম।
নরম গালে ফুলের পীতম
একটী চুমো ধরো।
আজকে তোমায় লাগছে ভালো
আমায় সাথী করো।

[চাদর ঢাকা দধিভাণ্ড হস্তে ক্যাবলরামের প্রবেশ ও কন্যাগণের প্রস্থান]

ক্যাবলা। উহুঁ, হচ্ছেনা। বলি শুনছ ও বাছারা, তোমাদের গান কিছুই হচ্ছে না। বাহারে কোমল গান্ধার লাগবে যে...

ভট্চায। (নেপথ্যে)—ক্যাবলা

ক্যাবলা। ও বাবা! এ কোমল তো অতি কোমল নয়—এ যে কঠোরে কোমল দেখছি; (সুরে) কেয়া বোলা, কেয়া বোলী।

ভট্চায। এই যে বনের মধ্যে এসে সুর ভাঁজা হচ্ছে, ওদিকে বাপের শ্রাদ্ধ······

ক্যাবলা। বাপের শ্রাদ্ধ তো সেরে এলুম, ঠাকুর।

ভট্চায। শ্রাদ্ধ সার্‌লি, না আমার পিণ্ডি চট্‌কালি! দক্ষিণে মাত্র পাঁচ কাহণ কড়ি।

ক্যাবলা। নাও, নাও, ঐ ঢের হয়েছে। বিষ্ণুপুরের কুকুর বেরাল পর্য্যন্ত সুরে চেঁচায়, আর তুমি ভট্চায্যি বামুনের ছেলে হ'য়ে অমন বেসুরো কেন বল দেখিনি ?

ভট্চায। কি তুই আমায় কুকুর বেরালের সামিল বল্‌লি!

ক্যাবলা। না তাদের সামিল করিনি। তুমি একটু বেতালা আছ, আর একটু সুরে বল, তাহলে অন্ততঃ তাদের মত……

ভট্চায। কি! তবে রে হতচ্ছাড়া! তোকে আমি সমাজচ্যুত করব, তোকে আমি ধোপা নাপিত বন্ধ করে…

ক্যাবলা। আ-হা-হা! চোটো না ঠাকুর! তোমায় আর অত কষ্ট করতে হবেনা। সংসারে এক বাঁধন ছিল বুড়ো বাপ, তাঁর শ্রাদ্ধই যখন শেষ হল তখন ক্যাবলাকে এ গাঁয়ে পায় কে ?

ভট্চায। দেশত্যাগী হবি নাকি ? কোথায় যাবি ?

ক্যাবলা। যেখানে হয়। যে দুটো খেতে দেবে, তার আশ্রয়ে থেকে মনের সুখে গান বাজনা চর্চ্চা করব।

ভট্চায। তোর ঘরবাড়ী ?

ক্যাবলা। শিয়াল কুকুর চর্‌বে,—ইচ্ছে হয়, তুমিও চরতে পার।

ভট্চায। তা বেশ, তা বেশ! বাড়ীটা তা হ'লে না হয় আমিই নেব। আহা, আশীর্ব্বাদ করি, সুখে দেশত্যাগী হও। তোর হাতে চাদর ঢাকা ওটা কিরে ?

ক্যাবলা। এদিকে চেয়োনা ঠাকুর। বাপের শ্রাদ্ধের চাল-ডাল,

কাপড় সবই তো তোমার গর্ভস্থ হল। এ দিকে আর নেক্‌নজর হেনো না। এ গরীবের জন্যে।

ভট্‌চায। শ্রাদ্ধের যা কিছু সব আমার প্রাপ্য। যা আছে আমায় দে, পরকালের কাজ হবে, তোর বাপ খুসী হবে।

ক্যাবলা নিওনা ঠাকুর, এটী নিওনা!

ভট্‌চায। আরে ছাড়! ধর্ম্ম হবে। শাস্ত্রে বলে শ্রাদ্ধকালে ভট্‌চায্যিশ্চ সকলং প্রাপ্যং; দে—দে—

[মাটিতে হাতের বোঁচকা নামাইয়া দধির পাত্র কাড়িয়া তাড়াতাড়িতে উল্টা করিয়া মাথায় রাখিল, হাঁড়িতে মুখ ঢাকিল, সারা গায়ে দধি ছড়াইয়া পড়িল, ক্যাবলা তাহার বোঁচকা তুলিয়া লইল।]

ভট্‌চায। অ্যাঁ, একি হল, ক্যাবলা!

ক্যাবলা। আহা ঠাকুর চেটে পুটে খাও; মাথা ঠাণ্ডা কর!

ভট্‌চায। কিন্তু আমার বোঁচকা? আমার পুট্‌লি? আমার বোঝা?

ক্যাবলা। তোমার বোঝা কোথায় কে জানে? আমি শুধু জানি উপোসী গরীবের বোঝা ভগবান্ বয়। যাই, দুহাতে বিলিয়ে দিই।

[প্রস্থান]

ভট্‌চায ক্যাবলা—

[প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

মন্দির প্রাঙ্গণ

[এক ধারে ভাগবত পাঠের বেদী। অন্যদিকে মন্দিরের সিঁড়ি ও বারান্দার এক অংশ দেখা যায়। প্রাঙ্গণে কমল বিশ্বাস ও জনৈক সেনানীর প্রবেশ।]

কমল। বড় ভুল করেছ, গাড়ী লুট ক'রে বড় ভুল করেছ।

সেনানী। আজ্ঞে আপনার হুকুমেই তো···

কমল। মূর্খ, আমি রসদের গাড়ী লুটতে বলেছিলুম—পুঁথির গাড়ী নয়। রাজা দুর্জ্জন সিং মদনমোহনের সেবক—ভক্ত বৈষ্ণব ; যদি সংবাদ পান আমি বৈষ্ণবদের গ্রন্থ লুট করিয়েছি, তখন—

সেনানী। আমাদের সব্বাইয়ের গর্দ্দান যাবে, হুজুর ! জ্যান্ত শূলের ব্যবস্থা হবে।—বাঁচবার উপায় করুন, হুজুর, একটা উপায় করুন !

কমল। উপায় ! একমাত্র উপায়—গাড়ী এখন কোথায় ?

সেনানী। বড় গাঙের ধারে জঙ্গলে লুকিয়ে রেখেছি।

কমল। বিষ্ণুপুর নগরের কেউ জানে ও গাড়ীতে কি আছে ?

সেনানী। আজ্ঞে না। আমরা কয়জন সেপাই বাদে এখনও কেউ কিছু টের পায় নি।

কমল। তা হলে এক কাজ কর,—এই রাতের অন্ধকারেই গাড়ী বোঝাই পুঁথি বড় গাঙে ডুবিয়ে দাও ! সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক, কাক-পক্ষীটী পর্য্যন্ত যেন সন্দেহ করতে না পারে।

সেনানী। আজ্ঞে না, কাক-পক্ষী তো কাক-পক্ষী—আমরা কটী বাস্তু ঘুঘু ছাড়া একটা ফড়িংও কিছু জানতে পারবে না।

কমল। যাও, বিলম্ব নয়। সংবাদ পেয়েছি যুবরাজ গোপাল সিং লালবাইকে নিয়ে নগর সীমান্তে প্রবেশ করেছে; তারা এখানে পৌছিবার পূর্ব্বেই পুঁথিগুলির ব্যবস্থা—ও কিসের কোলাহল ?

সেনানী। ব্যাসাচার্য্য রাস-উৎসব উপলক্ষে ভাগবত পাঠ শোনাতে আসছেন।

কমল। ওঃ—তুমি যাও, খুব হুঁসিয়ার।

[উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান]

[ভক্ত নরনারীগণ, দেবদাসীগণের রাস-নৃত্য—ব্যাসাচার্য্য বেদীতে বসিলেন—তাঁহাকে রাজা মাল্য-চন্দন দান করিলেন। আচার্য্য আশীর্ব্বাদ করিয়া ভাগবত পাঠ আরম্ভ করিলেন।

ব্যাসাচার্য্য। আজ রাস ব্যাখ্যা! রাসের মূল তত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব, আর ভক্তিতত্ত্বের মূল সূত্র ভগবদ্দর্শন বা ভগবৎ উপলব্ধি। ব্যাসদেব বলেছেন, যত জীব তত শিব,—শিবসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং। শুধু উপলব্ধি বাকী। এ সাধনের পথ—প্রেম—আত্মনিবেদন;—সরল নিঃসঙ্কোচ আত্মদান—বিশ্বের তাবৎ জীবে অভিন্ন একাত্মবুদ্ধিতে আত্মদান! এই বিশ্বপ্রেমের সাধনাই বৈষ্ণবের আরাধনা।

শ্রীনিবাস। (নেপথ্যে) কোথা, প্রভু!
কতদূর লয়ে যাবে দাসে ?
আর কেন চতুর কানাই!

[শ্রীনিবাসের প্রবেশ]

ব্যাসাচার্য্য। একি ! কে এ মহাপুরুষ ?

শ্রীনিবাস। মরি ! মরি !
নয়ন-রঞ্জন, মানস-মোহন !
হেথা বসি' নিরজনে
নিজ কীর্ত্তি-গাথা তুমি শোন নিজ কানে।
চোর-চূড়ামণি !
কোথা লুকাইলে প্রাণ সম পাণ্ডুলিপিরাজি ?
বহু ক্লেশ দেছ অকারণ,
এইবার ফিরে দাও, মদনমোহন !

ব্যাসাচার্য্য। কে আপনি, মহাভাগ ? কোন্ মণি—হারায়েছে সাধু ?

ভক্ত। নেকু বাবাজী, আর কেন ? ডুবে ডুবে জল খাচ্ছ ! ও শিবের বাবাও ত টের পাচ্ছেনা। কি হারিয়েছে কিছুই জাননা তোমরা ?

শ্রীনিবাস। রত্নাসনে নিশ্চিন্ত বসিয়া,
মুখে ক্রুর হাসি !
তুমি জানো, মোর ন্যস্ত ধন
কোথা গেল, কে লয়েছে হরি'।
দাও ফিরে গ্রন্থরাজি মোরে।

রাজা। গ্রন্থরাজি !

ভক্ত। হ্যাঁ—হ্যাঁ, গাড়ী-বোঝাই পুঁথি !

শ্রীনিবাস। তবুও নীরব প্রভু !
সর্ব্বস্ব হরিয়া মোর,
কাঁদায়ে আমারে, এখনও হে পাষাণ,

ছলনা তোমার ! কথা বলো, কথা বলো—
যশোদা-দুলাল !
নহে আজি, হে নিষ্ঠুর !
জীবন আহুতি দিব তব পদমূলে।

[শ্রীনিবাসের মন্দিরে প্রবেশ ও মূর্চ্ছা]

রাজা। আ-হা-হা, সাধু মন্দিরে গিয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন।

ব্যাসাচার্য্য। ভয় নেই, মহাপুরুষ মদনমোহনের পদতলে সমাধিস্থ হয়েছেন, একটু সেবা করলেই চেতনা লাভ করবেন।

ভক্ত। তোমরা থাক, আমি গোঁসাইয়ের সেবা কর্‌ছি।

[ভক্তের মন্দিরে প্রবেশ]

রাজা। ব্যাপার কিছুইত বুঝতে পারছি না ! কে এ মহাপুরুষ ? কে এঁর গ্রন্থরাজি লুণ্ঠন করলে ?

[কমল বিশ্বাসের প্রবেশ]

কমল। আমায় স্মরণ করেছেন, মহারাজ ?

রাজা। কমল, ব'লতে পার, আমার রাজ্য মধ্যে কোন্ দুর্ব্বৃত্ত এক বৈষ্ণব মহাপুরুষের গ্রন্থরাজি লুট করেছে ?

কমল। সে কি মহারাজ ! পরম ভাগবত মহারাজ দুর্জ্জন সিংহ-শাসিত এই বিষ্ণুপুর রাজ্যমধ্যে কার এমন দুঃসাহস যে বৈষ্ণবের গ্রন্থ অপহরণ করবে ! মহারাজের সুশাসনে এ রাজ্যের অধিবাসীরা দ্বার মুক্ত রেখে নির্ভয়ে রাত্রে নিদ্রা যায়—আর বৈষ্ণব-গ্রন্থ-লুণ্ঠন !

রাজা। কিন্তু সাধু যে বলছেন—

কমল। সাধু ভুল করেছেন। গ্রন্থ সত্যই অপহৃত হ'য়ে থাকলে সে বিষ্ণুপুর সীমানার মধ্যে নয়—বিষ্ণুপুরের বাইরে।

রাজা। তুমি নিশ্চিত করে এ কথা বলতে পার ?

কমল নিশ্চিত করে না বলতে পারলে কমল বিশ্বাস কখনও স্তোক বাক্যে মহারাজাকে প্রতারিত করে না। এই পনের বৎসর মধ্যে কি মহারাজ এ কথার কখনও কোন ব্যতিক্রম দেখেছেন ?—কমল বিশ্বাস কি কখনও মহারাজকে প্রতারণা……

রাজা। না, কমল, না। বৈষ্ণবের কাতর উক্তিতে আমি একটু বিচলিত হয়েছিলাম। কিন্তু তুমি নিজে যখন ব'লছ, গ্রন্থ বিষ্ণুপুর সীমানার মধ্যে অপহৃত হয়নি তখন বিধাতা নিজে এসে সাক্ষ্য দিলেও আমি তোমার কথা অবিশ্বাস করব না।

(নেপথ্যে কোলাহল)

যাবেন না, যাবেন না, এ দেবস্থান—

গোপাল। (নেপথ্যে)—আঃ, আমি তোদের যুবরাজ—আমায় বাধা দিবি…

রাজা। কিসের কোলাহল ?

[গোপাল সিংহ ও লালবাইয়ের প্রবেশ]

গোপাল পিতা !

রাজা। এ কি ! গোপাল, তোমার সঙ্গে ··

লাল। আমি মুসলমান রমণী, বাবা ! আশ্রয় লাভের জন্যে বাধ্য হ'য়ে মন্দিরের সাম্‌নে এসেছি, আপনার সেনাগণ তাই আমায় বাধা দিচ্ছিল।

রাজা তুমি এঁকে কোথায় পেলে, গোপাল ?

কমল। আমি বলছি, মহারাজ। এ রমণী আমাদের শত্রু আমীর খাঁর কন্যা। একে আমি বন্দিনী করেছিলুম—যুবরাজ সহসা সেখানে উপস্থিত হ'য়ে আমার কর্ত্তব্যে অন্যায় হস্তক্ষেপ করেছেন।

রাজা। যুবরাজ!

গোপাল। পিতা! আপনার সন্তান আশৈশব আপনার কাছে এই শিক্ষা পেয়েছে যে, মিত্র হোক শত্রু হোক, নারীর মর্য্যাদা সকলের উপরে। সেই শিক্ষা পেয়েছি ব'লেই আমি এঁকে শত্রু কন্যা হলেও দেখেছি মহিমময়ী নারীরূপে। তাই মুক্ত ক'রে এনেছি এঁকে—কমল বিশ্বাসের কবল হতে। অপরাধ ক'রে থাকি দণ্ড দিন, মহারাজ!

রাজা। না, বৎস! তুমি বিষ্ণুপুর রাজবংশের গৌরব রক্ষা করেছ; আমার এই মুসলমান মাকে মুক্ত ক'রে আমার মুখ উজ্জ্বল করেছ। তোমায় দণ্ড নয়; তোমার পুরস্কার তোমায় দেবেন—শ্যামসুন্দর মদনমোহন।

গোপাল। পিতা!

রাজা। মা, তোমায় এখনি সসম্মানে পাঠান শিবিরে ফেরৎ পাঠান হবে।

লাল। বাবা, আমি পাঠান। পাঠান রমণী হয় প্রতিহিংসা নেয়, নয় মরে—সে নতমুখে ফেরেনা।

রাজা। তবে কি চাও তুমি, মা?

লাল। বাবা! আপনারা আমার মর্য্যাদা রক্ষা করেছেন, এখন আশ্রয় দিন।

রাজা। তা তো হয় না, মা। মোগলও মুসলমান—তুমি বরং মোগলের কাছে যাও।

লাল। মোগল আমার কে? হলেই বা সে একধর্ম্মী, কিন্তু সে বিদেশী। সে লোভী—লুটতে এসেছে বাংলা দেশ; সে ত আমার ইজ্জৎ বুঝবে না, বাবা। হিন্দু ভিন্নধর্ম্মী হলেও সে বাঙ্গালী—এই বাংলা তারও মা—আমারও মা; এই মাটীতে হিন্দু ও পাঠান আজ পাশাপাশি পুরুষানুক্রমে তিনশো বছর ধ'রে বাস করছে,—তারা তাদের মা বহিনের ইজ্জৎ সমান চোখেই দেখে আসছে। রাজা! আজ কেমন ক'রে ঘর ছেড়ে বাইরের লোককে বিশ্বাস করি?

রাজা। তুমি মুসলমান; হিন্দুর আশ্রয়ে কেমন করে বাস করবে মা? আমি তোমায় রাখিই বা কেমন করে? বিষম সমস্যা—মা।

ব্যাসাচার্য্য। তাও কি হয়! একে মুসলমান রমণী, তায় দেবস্থান—আপনি ধার্ম্মিক চূড়ামণি।

বিদ্যা। ঠিক! ঠিক!

রায়। বটেই তো!

লাল। বাবা, আল্লা দুনিয়ায় প্রথম সৃষ্টি করেছিলেন মানুষ—নর ও নারী। তিনি হিন্দু মুসলমান গড়েন নি। এ তফাৎ মানুষে নিজেদের ভিতর তৈরী করে নিয়েছে। আল্লার চোখে—দুইই সমান। ঈশ্বর একই—কেবল মানুষের দেওয়া তাঁর নামগুলিই আলাদা; তবে কেন—

রাজা। আমায় আর অপরাধী করোনা মা, আমি যে নিরুপায়!

গোপাল। পিতা! পিতা!

রাজা। না, না, এখানে আশ্রয় হবেনা।

লাল। হিন্দুর কাছে তবে মুসলমান আশ্রয় পাবে না। বেশ তাই হোক, চল্লুম। মহারাজ, বিদায়!

গোপাল। লালবাই! কোথায় যাবে? লালবাই!

লাল। আমায় ডেকোনা, যুবরাজ। আত্মহত্যাই আজ আমার এ বিড়ম্বিত জীবনের একমাত্র অবলম্বন। মৃত্যুর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ব, মৃত্যুর বুকে আশ্রয় নেব।

(প্রস্থানোদ্যতা)

শ্রীনিবাস। (উঠিয়া) দাঁড়াও। দাঁড়াও। মাগো! আমি দিব আশ্রয় তোমায়।

লাল। সন্ন্যাসি!

শ্রীনিবাস। বিষাদ না ভাবো মাতা।
মানুষেরো বড়—
সন্ন্যাসীরও আরও বড় আছে একজন—
নারায়ণ নাম তাঁর;
বড় দয়া, অহৈতুকী অসীম করুণা,
নিশিদিন অসহায়ে ডাকে, "আয়—আয়"।
তাঁহারি ইঙ্গিতে মাতা, আমি দিব
আশ্রয় তোমায়।

রাজা। সাধু, আপনি—

শ্রীনিবাস। হে বৈষ্ণব!
এই তব বিষ্ণুপূজা, এই বিশ্বপ্রেম?
বিশ্বের জীবের মাঝে বিশ্বনাথে ঠেলি
চাহ তুমি আপন অন্তরে
বাঁধি তারে, নিজস্ব করিতে?
ধিক তোমা! আয়, আয়, মাগো!
যাই মোরা হেথা হতে চলে।
লাল। ফকীর, আমি যে মুসলমানী?
শ্রীনিবাস। বাক্যে কেন ভুলাও জননি?
কৃষ্ণময় এ সংসার,
কৃষ্ণ বিনা কিছু নাহি আর।
আপনি গোপের অন্ন উচ্ছিষ্ট খাইলা,
গুহক চণ্ডালে মিতা ব'লে—
বনের বানরে দিলা কোল।
হরিদাস সাধু নদীয়ায়
ব্রহ্মপদ পায় কাহার কৃপায়?
শ্রীচৈতন্য দেন আলিঙ্গন?
চৈতন্যের দাস আমি, শুনগো জননী,
তোমারে আশ্রয় দিব করিনু শপথ;
জাতি-কুল, ধর্ম্মকর্ম্ম তুচ্ছ করি মানি,
শুধু জানি—
কৃষ্ণভক্তি সার সত্য—
কৃষ্ণময়—এ বিশ্ব জগৎ।

(প্রস্থানোদ্যত)

রাজা। কোথা যাও, হে বৈষ্ণব,
দাঁড়াও ক্ষণেক !

শ্রীনিবাস। না, না, কভু নয় !
বৈষ্ণবের মহাগ্রন্থ চোরে হরি' লয়,
অতিথি বিমুখ হয়,
অসহায় না পায় আশ্রয়,
মানুষে রাখিয়া দূরে
মন্দির রচিয়া নিতি পূজয়ে বিগ্রহে—
হেন ভাগ্যহীন পুরে
নাহি কভু বৈষ্ণবের স্থান।

রাজা। হে বৈষ্ণব ! বারংবার অকারণ কর তিরস্কার,
মম রাজ্যে তব গ্রন্থ হয়নি লুণ্ঠিত।

শ্রীনিবাস। হ্যাঁ, হ্যাঁ ; আমি কহি হয়েছে লুণ্ঠিত।
প্রতারণা ছাড়, রাজা ! মহাগ্রন্থমণি
তব অনুচর দলে করেছে হরণ।

রাজা। কভু নহে !

শ্রীনিবাস। সুনিশ্চিত সত্যবাণী কহি,
প্রতারিতে নারিবে আমারে।

রাজা। সুনিশ্চিত সত্যবাণী কহ ?

শ্রীনিবাস। শ্রীগৌরাঙ্গ দাস কভু
মিথ্যাভাষ জানেনা জীবনে।

রাজা। উত্তম !
বাণী যদি সত্য হয় তব,
সত্য যদি গ্রন্থরাজি হয়ে থাকে বিলুণ্ঠিত

মম রাজ্য হ'তে,
পাই কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ তার,
শুন সাধু, শুন সমাগত ব্রাহ্মণ স্বজন,
দেবতা সমক্ষে আজি
করি অঙ্গীকার—
আশ্রয় দানিব তবে
ঐ বালিকারে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিচারে ;
আর রাজ্যধন সর্ব্বৈশ্বর্য্য
সমর্পি' কুমারে,
তোমার চরণে আমি লইব আশ্রয়।
কিন্তু, মিথ্যা যদি হয় তব ভাষ,
নির্ম্মম শাসক আমি
বিষ্ণুপুর রাজ,
উপযুক্ত শাস্তি দিব
এই তব কপট আচারে—
শূলদণ্ডে হারাবে জীবন।

শ্রীনিবাস। মদনমোহন! মদনমোহন!
তুমি নারায়ণ,
লীলাময়। নহ শিলাময়!
রাজা চাহে প্রত্যক্ষ প্রমাণ।
বুঝাও রাজারে,
কোথায় কিরূপে তাঁর অনুচরগণ
লুকাইয়া রাখিয়াছে
মহামূল্য ভক্তি-গ্রন্থরাজি।

নাহি ডরি ত্যজিতে জীবন,
কিন্তু সত্যাশ্রয়ী তব ভক্তে
ভণ্ড বলি ঘোষিবে জগৎ ;.
ভকত-বৎসল !
এ কলঙ্ক সহিবে নীরবে ?
লজ্জা নিবারণ !
তোমার চরণে এবে লইনু শরণ ।

রাজা। ভাল, ভাল !

শ্রীনিবাস। সমাধি আবেশে
পাইয়াছি যেইরূপ প্রভুর ইঙ্গিত,
সাধনায় যেই দৃষ্টি দানিয়া আমারে
কোথা মোর গ্রন্থরাজি দেখাইলা প্রভু,
সেই দিব্যদৃষ্টি—
আমি দানিলাম তোমা সবাকারে ;
দেখ রাজা তৃতীয় নয়নে
কোথা মোর গ্রন্থরাজি
লুকাইল তব চরে করিয়া হরণ ।
চেয়ে দেখ, ভকত-বৎসল প্রভু
কি উপায়ে পুনঃ তাহা করেন উদ্ধার ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মারাঠা শিবির

(সেনাপতি শিউ ভাট ও ফাড্‌কে)

(নর্ত্তকীদের নৃত্যগীত)

আধ বিকশিত ফুলে
চপল ভ্রমর চুম দিয়ে যাও
আন্‌মনে পথ ভুলে।
সরস তোমার অধর পরশে
জাগিবে সুবাস শিহরি হরষে,
নিলাজ পরাগে অধীর সোহাগে
মিলন তটিনী কুলে।
ফাগুন হিয়ার রঙ্গিন স্বপনে
সুরের সোহাগে এসগো গোপনে,
লুটে নাও বঁধু অমিয় নিঝর
মরম দুয়ার খুলে।

শিউ। বহুৎ আচ্ছা! বহুৎ আচ্ছা!

ফাড্‌কে। বাঙ্গালী নর্ত্তকীরা নাচে গায় বেশ! আমাদের কাঠ-খোট্টা মারাঠী মেয়েগুলো নাচে যেন ঘোড় সওয়ার। আর একখানা ধর না সুন্দরীরা।

শিউ। না, না, পণ্ডিতজীর সন্ধ্যেপূজো শেষ হবার সময় হল; তিনি এসে যদি দেখেন, আমরা শিবিরে ব'সে বাইজীর নাচগান উপভোগ করছি তা হলে আর রক্ষে থাকবে না। যাও, এদের বখশিষ ক'রে বিদেয় দাও।

ফাড্‌কে। চলগো চল, বখশিষ নেবে চল।

(নর্ত্তকীদের প্রস্থান)

শিউ। বাংলা মুলুকে এসে দিনগুলো মন্দ কাটছেনা! আজ সন্ধি—কাল যুদ্ধ, আজ উৎসব—কাল মৃত্যুর তাণ্ডব! মারাঠার এ বিজয়-রথের সারথী হলেন ভাস্কর পণ্ডিত—দক্ষিণ বাহু তাঁর এই সেনাপতি শিউভাট।

(প্রহরীর প্রবেশ)

শিউ। কি সংবাদ ?

প্রহরী। হুজুর! এক আওরৎ আর এক জোয়ান মরদ পণ্ডিতজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়।

শিউ। এখানে পাঠিয়ে দে।

(প্রহরার প্রস্থান)

আওরৎ! বাংলা মুলুকে কে এমন দুঃসাহসী আওরৎ যে লুণ্ঠনকারী মারাঠা বর্গীর শিবিরে একজনা মাত্র সঙ্গী নিয়ে এসেছে পণ্ডিতজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ?

[আজিম খাঁ ও যমুনা বাইয়ের প্রবেশ]

আজিম। আপনিই মারাঠা-নায়ক ভাস্করপণ্ডিত ?

শিউ। না, আমি তাঁর সেনাপতি শিউভাট! তোমরা?

আজিম। আমরা গৃহবিতাড়িত; মহারাষ্ট্র নায়কের কাছে আশ্রয়প্রার্থী।

শিউ। আশ্রয়প্রার্থী! তোমার সঙ্গিনী?

আজিম। ইনি রাজ্যচ্যুত চেৎ বরদার রাজা শোভাসিংহের পত্নী। বিষ্ণুপুর সেনাপতির হস্তে মহারাজ শোভাসিংহ বন্দী। আমার পিতা উজীর আমির খাঁ যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত। তাই বড় আশা ক'রে এসেছি মাকে নিয়ে, মহাবল মারাঠা নায়কের সাহায্য কামনা ক'রে। আপনারা আমাদের আশ্রয় দান করুন, সেনাপতি!

শিউ। তোমাদের আশ্রয়দান করলে পরিবর্ত্তে আমাদের কি দিতে পার?

আজিম। আশ্রয়ের বিনিময়ে?

শিউ। ভেবে দেখ যুবক, তোমাদের আশ্রয় দিলে বিষ্ণুপুর-রাজশক্তির সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ অনিবার্য্য—ফলে লোক-ক্ষয়, অর্থব্যয়, অনাবশ্যক শক্তিক্ষয়। বল কত মুদ্রা দেবে আমাদের?

যমুনা। আপনারা আগে আমার রাজ্য উদ্ধার করুন, আমার স্বামীকে বিপদ্-মুক্ত করুন, তারপর যা চাইবেন—

শিউ। তা হয়না, সুন্দরী। আগে টাকা, তারপর কাজ! কেবল মিষ্টিগলার মিহি আওয়াজ শুনিয়ে কি—

আজিম। সংযত ভাষায় কথা কইবেন, মারাঠা সেনাপতি!

শিউ। সংযত ভাষা? আশ্রয়-ভিখারী সুন্দরী রমণীর সঙ্গে এর চেয়ে সংযত ভাষায়—

আজিম। সাবধান, মারাঠা!

যমুনা। আজিম! আজিম! ওরে আমরা আজ দরিদ্র, ভিখারী। ভিখারীর কি অত মান অপমানের ভয় করলে চলে?

শিউ। বোঝাও, বীর পুরুষকে ভাল করে' বোঝাও সুন্দরী, যে প্রহরী বেষ্টিত মারাঠা-শিবিরে এসে মারাঠা সেনাপতি শিউভাটকে রক্ত চক্ষু দেখাবার ফল বিশেষ সুবিধাজনক হবে না। বীরপুরুষটীকে আপাততঃ চুপ করে থাকতে বল, তার চেয়ে তুমিই বরং তোমার মিঠে গলায় যা কিছু অনুনয়-বিনয় করতে হয়,আমার পানে ঐ ডাগর চোখ দুটী তুলে......

আজিম। মা! মা! এখনও বলছ তুমি আমায় এখানে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতে?

যমুনা। থাক; কাজ নাই পুত্র, আমাদের এখানে থেকে, চল আমরা এখান থেকে যাই।

শিউ। দাঁড়াও। এসেছ যখন—শুধু শুধু চলে যাবে? তা তো হয় না সুন্দরী! অন্ততঃ কিছু স্মৃতিচিহ্ন রেখে যাও।

যমুনা। স্মৃতিচিহ্ন?

শিউ। লুণ্ঠনকারী বর্গীদের সেনাপতি আমি! বুঝতেই তো পারছ—কি চাই। বল, নিজের হাতে খুলে দেবে, না

লোক দিয়ে গা থেকে ওই জড়োয়া গয়নাগুলো খুলিয়ে নিতে হবে ?

আজিম। দুর্ব্বৃত্ত মারাঠা, এত স্পর্দ্ধা তোমার যে আমারই সম্মুখে আমার মায়ের পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করতে চাও। এক পা এগিয়ে আসবে তো এই মুক্ত তরবারি তোমার তপ্ত রক্তে সিক্ত হবে। এসো, সাহস থাকে, এগিয়ে এসো।

শিউ। সাহস ? আমার চোখের পানে স্থির দৃষ্টিতে তাকাও, যুবক ! যদি বীরত্বের গর্ব্ব থাকে তাহলে অমনি করে স্থির অপলক নেত্রে তাকিয়ে বল—যে সুকৌশলী মারাঠা সেনাপতির সম্মুখে দাঁড়িয়ে যে মুহূর্ত্তে তুমি আস্ফালন করছ, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে, যদি পাঁচজন মারাঠা রক্ষী পশ্চাৎদিক হতে এসে তোমায় এমনি করে বন্দী করে—

[ইঙ্গিতে পাঁচজন রক্ষী তাহাকে বন্দী করিল]

আজিম। এ কি ! আমি বন্দী !

শিউ। হাঃ, হাঃ, হাঃ ! বল কি করবে এখন বীরপুরুষ ?

আজিম। শয়তান—মারহাট্টা ! ছলনা ক'রে—

শিউ। ছলনা—শয়তানী নয়, রাজনীতি। যাও, নিয়ে যাও।

আজিম। মা ! মা ! তোমায় দস্যুর কবলে রেখে—

যমুনা। ভগবান্ ! এ কি হল ! ভগবান্ !

শিউ। স্মৃতিচিহ্ন দাও, সুন্দরী ! স্মৃতিচিহ্ন দাও।

যমুনা। সরে যাও,—দূরে দাঁড়াও !

শিউ। একটু স্মৃতি—শুধু স্মৃতি !

(ভাস্করপণ্ডিতের প্রবেশ)

ভাস্কর। খবর্দ্দার—! দাঁড়া ওখানে।

শিউ। একি পণ্ডিতজী ?

ভাস্কর। এই যুবককে মুক্ত করে দে।

যমুনা। আপনি—আপনিই মারাঠা-নায়ক ভাস্করপণ্ডিত ?

ভাস্কর। হ্যাঁ মা, তোমার সন্তান।

যমুনা। আমার মর্য্যাদা-রক্ষাকারীকে কি বলে' আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাবো ?

ভাস্কর। অমন কথা বলোনা মা। সন্তানের গৃহে উপযাচিকা হ'য়ে আশ্রয় প্রার্থনা করতে এসেছিলে, জননি, কিন্তু পরিবর্ত্তে তোমারই সন্তানের এক নগণ্য ভৃত্য তোমায় অপমান করেছে। এ অপরাধ যে বিধাতার নিদারুণ অভিশাপরূপে নেমে আসবে তোমার সন্তানের মস্তকে, দগ্ধ হয়ে যাবে—সমস্ত মারাঠাশক্তি এই মহাপাপে! বল্, বল্ মা কিসে তুই পরিতৃপ্তা হবি—ঐ পামর শিউভাটের ছিন্ন মুণ্ড তোর চরণে বলি দেব ? চাস তো আমারও বক্ষঃরক্ত—

যমুনা। না মারাঠাবীর; আমার কিছুমাত্র ক্ষোভ নেই। শিউ ভাট্‌কে আমি ক্ষমা করেছি। আমি সত্যই পরিতৃপ্ত।

ভাস্কর। তাই যদি হয় মা! তাহ'লে এই সন্তানের গৃহে আজ হ'তে অধিষ্ঠিতা হয়ে থাক—শক্তিরূপিনী মাতৃকারূপে; আর তোর শুভ আগমনের স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ দে মা

তুলে তোর পুণ্য পদধূলি এই ভাগ্যহত সন্তানদের মস্তকে।

(পদধূলি গ্রহণ)

দ্বিতীয় দৃশ্য

বন পথ

[মুণ্ডিত মস্তক বৈষ্ণববেশধারী রাজা দুর্জ্জন সিংহ এবং শ্রীনিবাস আচার্য্য]

শ্রীনিবাস। সর্ব্বশুচি নারায়ণ,
পুণ্যময় তাঁহার আশ্রয়।
চরণে জাহ্নবী যাঁর পতিত পাবনী,
নামে যাঁর শমন পলায়,
যিনি স্রষ্টা, যিনি সৃষ্টি, যিনি সৃষ্টজীব,
একাধারে—
যিনি সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান,
তিনি ভিন্ন অন্য সত্ত্বা এই বিশ্বে কোথা ?
খোল রাজা তৃতীয় নয়ন,
চেয়ে দেখ বিশ্ব মাঝে শুধু নারায়ণ।
এক ভিন্ন
দ্বিতীয়ের কোথা উপস্থিতি—?
তুমি, আমি, বিশ্ব চরাচর,
সবই সেই সাগরের বুদ্বুদ্ ক্ষণিক—

বহে যায় চিরদিন,
আদি অন্তহীন,
অনন্তকালের বক্ষে অনন্ত প্রবাহ—
"সৎ-চিৎ-আনন্দের" একসত্ত্বা শুধু !
সেই ব্রহ্মা সেই কৃষ্ণ, সেই নারায়ণ।

রাজা। প্রভু ! প্রভু ! শ্রীচরণে একবার
দিয়েছ আশ্রয়, পুনরায় হোয়োনা নিদয়।
তিষ্ঠ মোর পুরী মাঝে, বৈষ্ণব প্রধান !

শ্রীনিবাস। কাঁদে প্রাণ নিরবধি যেতে বৃন্দাবন,
করেছি শ্রবণ
মহাকবি কৃষ্ণদাস অন্তিম শয্যায় ;
হায় ! হায় !
এ সময়ে কোন্ প্রাণে দূরে রব আমি ?
না না, বাধা মোরে দিওনা রাজন্ !
চলিয়াছি বৃন্দাবন-ধামে
কৃষ্ণদাসে করিতে দর্শন।
পথের পথিক আমি
কোনমতে ফেরাতে নারিবে।

রাজা। তুমি চলে গেলে
কৃষ্ণভক্তি কেমনে পাইব ?

শ্রীনিবাস। কৃষ্ণ ভক্তি নহে রাজা,
কল্পনার রঙীন স্বপন ;
যে পায় সে কৃষ্ণের কৃপায়।
পূর্ব্বজন্ম কর্ম্ম-ফলে,

সহজাত সাধন সংস্কারে
সহস্রারে সুপ্ত-শক্তি থাকে লুক্কায়িত ;
দিনে দিনে পদ্মদল সম
খোলে আঁখি,
সুষমায় আমোদিত দিক ;
আত্মহারা ব্যাকুল সাধক
খোঁজে—কোথা সাধনার ধন,
কোথা সেই অরূপ রতন ?

রাজা। কি করে পাব ?

শ্রীনিবাস। বিশ্বাস, জ্বলন্ত বিশ্বাস—
আত্ম-প্রত্যয়ের ফল, দৃঢ় নির্ভরতা !
অটুট এ দুর্গমাঝে বীজমন্ত্র রাজে—
আছো তুমি—সত্য তুমি, নিত্য সনাতন ;
সেই বীজে লুক্কাইত নিজে নারায়ণ !
প্রেম ভক্তি দুই চাবি—এই দুর্গদ্বারে ;
সে পশিতে পারে
তাঁর কৃপা যারে,
কৃষ্ণ বিনা কৃষ্ণ-ভক্তি সম্ভবে না কভু।
আত্মসমর্পণ শুধু কৃষ্ণবশ-প্রাণে,
সর্ব্বকর্ম্মে নিয়োজিত ভাবি আপনায় ;
কৃষ্ণপ্রীতি সার কর শুধু,
দয়ালের টলিবে আসন।

রাজা। হে গুরু ! আমার কি তা সম্ভব হবে ?

শ্রীনিবাস। দৃঢ় কর মন,
আত্ম-কর্ত্তৃত্বের পথে বৈষ্ণব সাধনা।
মন সর্ব্বকর্ম্ম-হেতু—,
আত্মবশ কর মন ;
বশীভূতচিতে হবে কৃষ্ণের সঞ্চার।
দেহের ভিতর, সর্ব্বনিম্ন তলে
তোমার যে সূক্ষ্ম সত্ত্বা—চৈতন্য স্বরূপ—
অনুক্ষণ আমি বোধ করে,
"কৃষ্ণেরে" বসায়ে দাও সেই সিংহাসনে।
সে চৈতন্য-মূলে
অনুক্ষণ 'তুমি', 'তুমি' হউক ধ্বনিত,
'আমি' লুপ্ত হোক ;
সর্ব্ব কর্ম্মে তুমি ফুটে ওঠ মোর হৃদিপদ্মদলে,
দাস হয়ে, তুচ্ছ আমি তব নিয়োজিত
ডুবে যাই সীমাহারা অনন্তের বুকে।

রাজা। আত্মসমর্পণ— ?

শ্রীনিবাস। হ্যাঁ, হ্যাঁ—আত্মসমর্পণ !
এর বাড়া মন্ত্র নাই বৈষ্ণব-সাধনে,
সর্ব্বকর্ম্মে অনুক্ষণ আত্মসমর্পিত
বিশ্বমূর্ত্তি কৃষ্ণের চরণে,—
কৃষ্ণ বিনা কার্য্য নাই, কৃষ্ণ ভিন্ন কথা,
কৃষ্ণপদে স্থিরমতি, কৃষ্ণ অনুভূতি ;
লুপ্ত হোক বাহ্যজ্ঞান,
বহির্মুখী মন

আত্মস্থ অচল হোক আনন্দের ধ্যানে।
কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন—
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা প্রেম তার নাম।

রাজা। একান্তই যাবে যদি—
হে গুরু আমার,
দাসে তব কর অনুগামী।

শ্রীনিবাস। মম অনুগামী হবে!

রাজা। দয়া করে দিব্যজ্ঞান দিয়েছ আমারে;
তুচ্ছ কাচখণ্ড-প্রায় রাজ্যধন দিয়া বিসর্জ্জন,
তোমার ইঙ্গিতে, প্রভু! ত্যাগের গৈরিক বাস
করেছি ধারণ; কেটে গেছে ভোগের বন্ধন;
সংসার মায়ায় আর বিন্দুমাত্র নাহি আকর্ষণ।
নাও, প্রভু! নিয়ে চলো মোরে
সেই প্রেম-নিকেতনে।

শ্রীনিবাস। বৃন্দাবন-ধামে যাবে?
না, এবে নহে। কার্য্য তব বাকী আছে রাজা।

রাজা। কার্য্য?

শ্রীনিবাস। গ্রন্থরাজি লয়ে যাব, শ্রীধামের মাঝে—
এই ছিল অন্তরে বাসনা;
সে বাসনা আমা হতে' এবে আর,
হলনা পূরণ! হে রাজন!
বহু যত্নে সেই গ্রন্থরাজি
নিজে তুমি করিবে প্রেরণ।

বৈষ্ণবের মহাকার্য্য সাধি',
তারপর, বৃন্দাবন পথে
হোয়ো অনুগামী।

রাজা। তাই হবে, প্রভু!

শ্রীনিবাস। যাও, যাও, কালক্ষেপ নহে আর;
গ্রন্থরাজি প্রেরণের কর আয়োজন।
যাই আমি বৃন্দাবন পানে—
কৃষ্ণদাস যেথা মোর পথ চেয়ে কাঁদে!
"গোবিন্দ, গোবিন্দ, শ্যামং, হিরণ্যপরিধিং"

(প্রস্থান)

(দুর্জ্জনসিংহ প্রস্থানোদ্যত)

(রাখালের প্রবেশ)

রাখাল। রাজামশাই! কোথায় চল্‌লে?

রাজা। রাখাল বালক! তুমি—

রাখাল। থাক্, পয়িচয় জিজ্ঞাসা করবে তো? ওই তোমাদের সকলের একরোগ—কে তুমি—কে তুমি? আমার খোঁজ পরে কোরো, নিজের ঘরের কোন খোঁজ রাখ?

রাজা। ঘরের খোঁজ!

রাখাল। হ্যাঁ গো! মারাঠা বর্গীরা যে তোমার রাজ্য গ্রাস করতে আসছে!

রাজা। মারাঠা বর্গী! তা আসুক না। রাজ্য তো আমার নয়—গোপাল সিংহকে রাজ্য দিয়ে আমি আজ পথের ভিখারী। রাজ্য রাখতে হয়, রাজা গোপাল সিংহ রাখবেন!

রাখাল। রাজা গোপাল সিং? তবেই হয়েছে! নিজেকে নিজে বাঁচিয়ে রাখতে পারে কিনা তার ঠিক নেই, সে আবার রাজ্য রাখবে!

রাজা। একথা বলছ কেন, রাখাল?

রাখাল। ঘরের ভেতর বড় যত্নে আগুন পুষে রেখে গেলে যে?

রাজা। আগুন?

রাখাল। হ্যঁা গো হ্যাঁ, ঐ লালবাই, তাকে বড় যত্নে নতুন প্রাসাদ তৈরী ক'রে বিষ্ণুপুরে রেখে যাচ্ছ ত?

রাজা। তাতে কি হয়েছে?

রাখাল। আচ্ছা বোকারাম ত তুমি! সুন্দর যুবক গোগাল সিংহ, পাশে তার রইলেন সুন্দরী যুবতী লালবাই! দুদিন বাদে আর কি—দেশে যে এরই মধ্যে কত রকম কানা-ঘুষো সুরু হয়ে গেছে!

বাজা। হোক্, এ ক্ষেত্রে আমার করণীয় তো কিছু নেই।

রাখাল। কিচ্ছু নেই?

রাজা। না; যদি কখনো ওদেব জীবনে সত্যই কোন বিপদের মুহূর্ত্ত ঘনিয়ে আসে, আমার শ্যামসুন্দর মদনমোহন জেগে রইলেন বিষ্ণুপুরের মন্দিরে, তিনিই ওদের রক্ষা করবেন।

রাখাল। মদনমোহনে এত বিশ্বাস!

রাজা। হ্যঁা। উনি রইলেন, সত্যই গোপালের জন্যে আমার আর কোনো ভাবনা নেই।

রাখাল। ঐ পাথরের বিগ্রহকে—

রাজা। ওরে রাখাল! ও শুধু পাথরের বিগ্রহ নয়—ঐ পাথরেব বুকে যে জাগ্রৎ জীবনের স্পন্দন-ধ্বনি জেগে ওঠে! ও পাথরকে আমি জানি—ও যে ফুলের চেয়ে কোমল, বজ্রের চেয়ে কঠোর, আকাশের চেয়ে উদার! অনন্ত—অনাথ-অসহায় জনে ওর করুণা...

(প্রস্থান)

রাখাল। রাজা! শোন না, রাজা! নাঃ, শুনবে না। পাগলা রাজাকে এত করে বল্‌লুম, লালবাই আর গোপাল সিংহকে রেখে যেওনা—ফল হল উল্টো; সব ভার চাপিয়ে দিয়ে গেল মদনমোহনের ওপর। তাই তো—বড্ড ভাবিয়ে তুল্‌ল যে। দেখি—কতদূর কি হয়!

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

লালবাইয়ের প্রাসাদ

(নর্ত্তকীদের গান)

চাঁদের মতন এ চাঁদ-বদন
(তাই) চকোরের হ'লো ভুল।
নব যৌবন কুসুম যেন
(তাই) ভ্রমরকুল আকুল।
মেঘ ভাবি মোর কালো কুন্তলে
বিজলী খেলিতে চায়,

কত করি মানা তবু তো শোনে না
ওলো একি হোল দায় !
হিয়া-হেমগিরি'পরে মলয় মুরছি পড়ে,
যাও হে নিলাজ বায়ু,
মধু নিতে পাবে হুল।

ক্যাবলা। বলি ও সুন্দরীরা, ওকি গান হচ্ছে—বরং ওর চেয়ে একখানা মালকোষ শোননা।

(পিয়ারীর প্রবেশ)

পিয়ারী। কাদের মালকোষ শোনাচ্ছ, ভাই ক্যাবলারাম ?

ক্যাবলা। এই যে, পিয়ারী বিবি ! শোনো শোনো, এ আর রে গা ধানি কোমল নয়. এ একেবারে গান্ধার—পঞ্চম বর্জ্জিত। ভারি শক্ত। একটু অন্যমনস্ক হয়েছ কি,—এ বিষ্ণুপুর জায়গা—বাবা, মুটেয় মোট নামিয়ে কাণ মলে দিয়ে যাবে। শোন গাইছি—

পিয়ারী। থাক ওস্তাদ, তোমার গান শোনার নামেই ভয়ে আমার হাতপায় খিল ধর্‌ছে।

ক্যাবলা। ভয় হচ্ছে ! তাহ'লে হাম্বীর, নয় বাগেশ্রী, সব ভয় ভেগে যাবে ! এই শোন—

পিয়ারী। থাক্, বাগেশ্রী শোনবার আমার এখন সময় নেই, আমি অত্যন্ত দুঃখিত।

ক্যাবলা। দুঃখ ! কুছপরোয়া নেই, তাহ'লে শোন—আসোয়ারী নয় কানাড়া, দেখবে সব দুঃখ জল হয়ে যাবে, গান শুনে আনন্দে একেরারে—

পিয়ারী। গান না শুনেই আমার খুব আনন্দ হচ্ছে, ওস্তাদ !

ক্যাবলা। আরে বাঃ বাঃ, তবে তো কথাই নেই ; আনন্দ হলে, হয় বসন্ত নয় হিন্দোল, বস্ আমায় পায় কে ; দেখি যন্তোরটা, কোলের ওপর বসত চাঁদ একবার।

পিয়ারী। রক্ষা কর, ওস্তাদ! এখন আর গান গেয়োনা, বেগম সাহেবা আসবেন এখনি,—

ক্যাবলা। এলই বা। আমি কি অম্নি বেগম সাহেবার চাকরী নিয়েছি। যখনই বলব তখ্খুনি তাকে গান শুনতে হবে,—এই কড়ার করে নিয়েছি, তবে না তার দেওয়া টাকাকড়ি ভোগ করতে রাজি হয়েছি! হুঁ—

পিয়ারী। হুঁ, বেগম সাহেবার সখ আছে। তাই পথ থেকে কুড়িয়ে এনে এমন একটী বাঁদর পুষেছেন!

ক্যাবলা। বাঁদরই হই আর যাই হই যখন বেগম সাহেবা আমার গান শোনেন, তুমি তার সহচরী পিয়ারী জান্,—তোমায়ও বাপ্ বাপ্ বলে আমার গান শুনতে হবে—নইলে ছাড়চিনে—

পিয়ারী। কি আর করি, অগত্যা—

(ক্যাবলা বসিল ও কোলে যন্ত্র লইল)

ক্যাবলা। দাঁড়াও একটু চোখ বুকে গুরু স্মরণ করে নিই,—তারপর ভাবাবেশে মুদিত নেত্রে ভোলানাথের মত তুল্ব সুরের ঝঙ্কার! এসো সুর বুকে নেমে—আমি তোমায় ধ্যান করি—

[চোখ বুজিয়া বসিল, সেই ফাঁকে পিয়ারী যন্ত্রটা কোল হইতে তুলিয়া লইল—ক্যাবলা নিজের গায়ে ছড় টানিতে লাগিল]

ক্যাবলা। একি! বাজেনা কেন—

পিয়ারী। তার যে ঢিলে হয়ে গেছে ওস্তাদ, কাণ মুচ্ড়ে নাও—

ক্যাবলা। ওঃ—ঠিক বলেছ,—

[এক হস্তে কর্ণমর্দ্দন অন্য হস্তে গায়ে ছড় টানিতে লাগিল]

ক্যাবলা। বাজেনা কেন—

পিয়ারী। আরও জোরে—

(জোরে কাণ টানিতে লাগিল)

ক্যাবলা। তবু হচ্ছেনা—

পিয়ারী। আরও জোরে—আরও জোরে,—

ক্যাবলা। আরও জোরে; উঃ বাবারে! হাত যে ভিজে লাগছে, কি হল—অ্যাঁ আমার হাতে কি আমাব প্রাণের স্বরগঙ্গা নেমে এল ?

পিয়ারী। না গো ওস্তাদজী, চোখ চেয়ে দেখ, তোমার প্রাণের স্বর গঙ্গা আমার হাতে, আর তোমার হাতে তোমার নিজের কাণের রক্ত গঙ্গা!

(প্রস্থান)

ক্যাবলা। সত্যই তো রক্তগঙ্গা! এই যে বেগম সাহেবা গান গাইছেন! ও পিয়ারী, যন্তোর দাও বাজাতে হবে— আমার যন্তর দাও—ও—

(প্রস্থান)

(গীতকণ্ঠে লালবাই ও পশ্চাতে গোপাল সিংহের প্রবেশ)

চপল তোমার ও কালো নয়নে স্বপন বুলানো মায়া
ভূবন ভুলানো তনু দেহে তব অতনু লভেছে কায়া।

এসো সুন্দর আমার ভুবনে
একি বাঁশী বাজে গগনে গগনে
পড়ে ক্ষণে ক্ষণে মনের গহনে
অতুলন রূপছায়া।

গোপাল চমৎকার !

লাল। একি ! যুবরাজ গোপাল সিংহ ; ওঃ—, যুবরাজ নয়—মহারাজ ! আপনি যে এখন বিষ্ণুপুরের রাজা হয়েছেন — এ কথা আমি ভুলেই যাই·—

গোপাল। বেশতো, না হয় ভুল করে আমায় তুমি যুবরাজ বলেই ডেকো; বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে বসলেও আমার জীবনের যৌবরাজ্যে এখনও তো আমি যুবরাজ।

লাল। আপনার যৌবরাজ্যের—আপনি ?

গোপাল। তবে কার যৌবরাজ্যের, লালবাই— ?

লাল। নাঃ—আজ এত দেরী হল কেন আপনার ?

গোপাল। বৃন্দাবন হতে সংবাদ এসেছে, মহাকবি কৃষ্ণদাস শয্যাগত ; শ্রীনিবাস আচার্য্য আজ বৃন্দাবন যাত্রা করলেন—তাঁকে দর্শন করতে ! আমার ওপর রাজ্যভার দিয়ে পিতাও শ্রীনিবাস আচার্য্যের অনুগামী হলেন। তাঁদের বিদায় দিয়ে এলাম, লালবাই !

লাল। আপনাকে বড় উদ্‌ভ্রান্ত দেখাচ্ছে, যুবরাজ !

গোপাল। যাবার সময় পিতা বলে গেছেন,—জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি বৃন্দাবনে কাটাবেন ;—হয়তো জীবনে আর তাঁর দেখা পাব না !—

লাল। যুবরাজ—

গোপাল। আর একখানা গান গাইবে, লাল বাই ?

লাল। কি গান ?

গোপাল। ঠিক্ যেমনটী গাইছিলে—

লাল। ও গান আর গাইব না, যুবরাজ !

গোপাল। কেন ?

লাল। আমি এক নূতন ওস্তাদ পেয়েছি ; তিনি আজ থেকে আমায় গান শেখাবেন—সেই গান শিখে, তারপর—

গোপাল। কে সেই ওস্তাদ ? নিশ্চয়ই ক্যাবলরাম নয় !

লাল। না যুবরাজ, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। এ ওস্তাদের পরিচয় এখন নয়—তাঁর নিষেধ আছে।

গোপাল। পরিচয় দিতে নিষেধ আছে ! আমি শুনব—বল্‌তে হবে।

লাল। মেয়ে ছেলের কাছ থেকে জোর করে কথা বার করতে নেই যুবরাজ,—আপনি বরং গান শুনুন ; কিন্তু মনে রাখবেন, এ গানের আজই শেষ—

— গান —

এই গানের সাথে শেষ ক'রে দাও
নেয়া দেয়ার পালা।
আঁধার রাতি ঘনিয়ে এলো
সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালা।
মরণ সে যে দুঃখ হরণ
তারেই আমি ক'রবো বরণ
বন্ধু আমার নাও গো তুলে
অশ্রুজলের মালা।

গোপাল। লালবাই, তোমার মনে কি দুঃখ আমায় বল।

লাল। দুঃখ—ভাল কথা যুবরাজ, আমার একটা প্রার্থনা আছে, বল পূরণ করবে?

গোপাল। ক'রব—

লাল। প্রতিজ্ঞা কর—

গোপাল। করলাম প্রতিজ্ঞা, বল।

লাল। তা হ'লে আমায়—

গোপাল। হঠাৎ থামলে কেন?—

লাল। ঐ আমার ওস্তাদ ডাকছে—আমি যাই

গোপাল। দাঁড়াও লালবাই, বলে যাও—

লাল। না এখন নয়,—

গোপাল। আমার দেওয়া এ প্রাসাদ তোমার পছন্দ হয়েছে তো?

লাল। হ্যাঁ, খুব ভাল। আমি যাই—

গোপাল। আর ঐ প্রান্তরে আমি তোমার নামে এক দীঘি খনন করাব—তার নাম হবে লাল বাঁধ—

লাল। লাল বাঁধ! লাল বাঁধ! আমি যাই ঐ ওস্তাদ ডাক্‌ছে—

[দরজা খুলিয়া প্রস্থান—গোপাল সিংহ দরজায় করাঘাত করিতে লাগিলেন]

গোপাল। কিন্তু, কি চাইছিলে বললে না—লালবাই,—দরজা খোল—

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। মহারাজ!

গোপাল। কে?

প্রহরী। সেনাপতি কমল বিশ্বাস—

গোপাল। কমল বিশ্বাস ! এখানে কেন ?

(কমল বিশ্বাসের প্রবেশ)

কমল। নিতান্ত নিরুপায় হয়েই মহারাজের বিশ্রামে ব্যাঘাত করতে এসেছি। বড়ই দুঃসংবাদ প্রভু! মারাঠা-নায়ক ভাস্কর পণ্ডিত অগণন সৈন্য নিয়ে বিষ্ণুপুরের দ্বারদেশে।

গোপাল। ভাস্কর পণ্ডিত! নবাব আলীবর্দ্দীর সঙ্গে সন্ধি করে' মারাঠারা বাঙ্‌লা মুলুক ছেড়ে যাচ্ছিল না ?

কমল। তারা শোভা সিংহের মুক্তি আর দশ লক্ষ মুদ্রা দাবী করে' আমাদের কাছে দূত প্রেরণ করেছে, দূতকে আপনার উত্তরের অপেক্ষায় প্রাসাদে বসিয়ে রেখে এসেছি !

গোপাল। আমার উত্তব ! আমার উত্তর নির্ভর করছে তোমার উপর—

কমল। আমার উপর—!

গোপাল। কমল !—বরদার যুদ্ধক্ষেত্রে আমি নিরুপায় হ'য়ে সেদিন তোমার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেছিলুম, বৈষ্ণব গোস্বামী শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুঁথী অপহরণ বিষয়ে তোমার উপর মনে মনে সন্দেহ করেছিলুম; হ্যাঁ—স্বীকার কর্চ্ছি আমি ; তোমার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ না পেলেও, আজও মনের সে সন্দেহ আমার একেবারে লুপ্ত হয়নি। তবু— তবু কমল, সে আমাদের ব্যক্তিগত ভুল ভ্রান্তির কথা ; কিন্তু আজ বিষ্ণুপুরের বিপদ,—বাঙালীর জাতীয় জীবনের পরম দুর্ব্বিপাক ! এ সময় সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে —আমরা কি পরস্পর মিলিত হ'তে পারব না ভাই ?—

কমল। মহারাজ! এই তরবারি স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি—এ বিপদের মুহূর্ত্তে আমি আমার সর্ব্বশক্তি নিয়ে আপনার পার্শ্বেই দাঁড়াব; আপনার হুকুমে, প্রয়োজন হলে জীবন দিতে কুণ্ঠিত হবনা।

গোপাল। কমল, চিরবিশ্বস্ত প্রিয় বন্ধু আমার! তাহলে এসো, এই অবাঙ্গালীর বিরুদ্ধে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আমরা তাকে জানিয়ে দিই, "বাংলা ছেলের হাতের মোয়া নয় যে ধম্‌কে তা কেড়ে নেওয়া যায়, আর বিষ্ণুপুরের বাঙালী প্রাণ দেবে তবু অবাঙ্গালী মারাঠার কাছে মান বিকিয়ে দেবে না",—এসো!

———

চতুর্থ দৃশ্য

প্রাচীরের নিম্ন

(প্রাচীরের উপর দল-মাদল কামান ।)

(মালিনীর গীত)

চাঁচর চিকুর চূড়োপরি চন্দ্রক
গুঞ্জে মঞ্জুল মালা ।
পরিমল মিলিত ভ্রমরী কুল আকুল
সুন্দর বকুল গুলাল
নিকে বনি আওয়ে হো নন্দলাল !
মনমথ-মথন ভাঙ্গযুগ ভঙ্গিম
কুবলয় নয়ন বিশাল ।
বিম্বাধর'পরি মোহন মুরলী
পঞ্চম বমই রসাল ।
গোবিন্দদাস পহু নটবর শেখর
শ্যামর তরুণ তমাল ।

(বিদ্যার্ণব ও রায় মশাইয়ের প্রবেশ ।)

বিদ্যা । বলি—ও বাছা, শুনছ—ও বাছা—

রায় । কাকে ডাকছো হে, বিদ্যার্ণব !

বিদ্যা । (চমকিয়া) কে ! ওঃ—রায় ? না, ছুঁড়িটা বেশ ভজন গায়, ভগবদ্ ভক্তিতে প্রাণ জুড়িয়ে যায় ; ওটি কে গো ?

রায় । মালিনী, মদন মোহনের ফুল যোগায় ।

বিদ্যা । ওঃ, বেশ, বেশ ; ভারী—মানে সুন্দর, ওর—

রায় । কি সুন্দর ! ওর গান—না চেহারা—?

বিদ্যা। তা দুই-ই, হেঁ-হেঁ দু-ই সুন্দর। নেহাৎ মালির মেয়ে, —ছোট জাত,—নইলে—

রায়। 'নইলে' কি? এটীকেই পঞ্চম পক্ষ কর্ত্তেন নাকি?

বিদ্যা। তা (কাশি)

রায়। (কাশির অনুকরণ)

বিদ্যা। বুঝলে ভায়া,—

রায়। আর বুঝে কাজ নেই;—ওদিকে যে লড়াই বাধল, সে খবর রাখেন—?

বিদ্যা। লড়াই—!

রায়। হ্যাঁ, মারাঠা বর্গীর সঙ্গে আমাদের বিষ্ণুপুর রাজের তুমুল লড়াই! মারাঠারা যে জলস্রোতের মত দেশ ছেয়ে ফেল্‌লে—

বিদ্যা। তাই নাকি! আমি বড় ও সব খবর রাখিনে—

রায়। রাখ্‌বেন কি করে?—এই আশী বছর বয়সেও যুবতী মালির মেয়ের খোঁজেই যে ব্যস্ত—

বিদ্যা। ঠাট্টা করোনা মধু! ভারীতো লড়াই। যৌবন কালে অমন লড়াই আমিও ঢের করেছি;—সেই সেবার—রাজা বীর হাম্বীর যখন সাঁওতালদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, আমি তখন ঐ দলমাদল কামানটা না নিয়ে—

রায়। থাক্, দলমাদল কামানের নাম আর মুখে আনবেন না। ও কামান বিষ্ণুপুরের সেরা পুরুষেও ব্যবহার করা দূরে থাক্ ছুঁতে সাহসী হয় না!

বিদ্যা। হবে কি ক'রে—অমন ভারী কামান কি এ তল্লাটে আর

আছে! এ যুগে সাধ্যি কার ঐ কামান ব্যবহার করে? একা আমি ইচ্ছা কল্লে—

রায়। কি? মারাঠাদের ওই কামানে তাড়িয়ে দেবেন, হাঃ হাঃ হাঃ—

বিদ্যা। হাসি নয় রে! রাজা গোপাল সিংকে বলিস্ এই মারাঠাদের সঙ্গে লড়াইয়ে শেষ পর্য্যন্ত যদি না পারে তা হলে আমায় যেন খবর দিয়ে আনে, দেখবি ঐ কামান পটকার মত দেগে—

[একদল স্ত্রী পুরুষের প্রবেশ]

সকলে। —পালাও—পালাও।

রায়। কেন কি হল!

সকলে। আর কি হল! কচুকাটা—কচুকাটা! বর্গীরা যুদ্ধে জিত্‌ছে; —ঐ এল বলে,—বাবাগো—মাগো—পালাও পালাও।

(প্রস্থান)

বিদ্যা। বাবা মধুরায়, আমায় ফেলে যেওনা বাবা; আমার কেমন কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এল, ধরো ধরো শিগ্‌গির—

রায়। সে কি? আপনি না দলমাদল দেগে বর্গীদের তাড়িয়ে দেবেন?

বিদ্যা। দেব'খন, নিদেন ভালুকে জ্বরটা এল কাঁপুনি দিয়ে, আগে লেপ চাপা দিয়ে একটু ঘেমে নিই—

[হর হর মহাদেও]

রায়। ঐ এল, কামান দাগ, বিদ্যার্ণব!

বিদ্যা। আগে জ্বরটা ছাড়ুক, তবে তো কামান্; ও মধু যাস্‌নে বাপ্ আমার;—হাত না ধরিস্ অন্ততঃ কাছাটা ধরে নিয়ে চল,—শ্রীবিষ্ণু, শ্রীবিষ্ণু!

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

মদনমোহনের মন্দির

[শেখর ঠাকুরকে সাজাইতেছে]

শেখর। নহ তুমি শুধু ননীচোরা !
যেই হাতে দাসখত লিখেছিলে, ওগো,
সেই করে স্নদর্শন ধরি'
সৃষ্টি নাশ কর তুমি
পুনঃ সৃষ্টি লাগি ;
লীলাময়— !
লীলা শুধু নয় তব বসন হরণ,—
গোপী-মনোচোর !
গোবর্দ্ধন করিয়া ধারণ,
ব্রজের রাখিলে মান ;
কংশ-দর্পহারী !
ভূভার হরিলে প্রভু শিষ্টের পালনে,
লহ মোর নমস্কার পুরুষ-প্রধান ;—

[গাহিতে গাহিতে কিশোরীর প্রবেশ]

লহ নতি লহ নতি মদনমোহন,
কিশোরী প্রেম-চূয়া চন্দনে,
শোভিত কর প্রিয় ও চারু বদন।
রূপ-রেখা পরকাশি'
সকল তিমির নাশি'
দেহ যমুনা পুলিনে বিহর
ওগো নয়ন লোভন।

কিশোরী। পুরুত ঠাকুর, এ কি করেছ! প্রেমের ঠাকুরকে আজ এমন করে বীর বেশে শঙ্খচক্র-গদা-পদ্মধারী করে তুলেছ কেন? ঠাকুরের মুখ আজ এত গম্ভীর কেন? বাইরে মারাঠার যুদ্ধ দামামা বাজছে, তাই কি এ সময়ে মদন-মোহনকেও তুমি যুদ্ধক্ষেত্রের বীর সজ্জায় সাজিয়ে রেখেছ ঠাকুর! চুপ করে কেন! কথা কও। ঐ মদন মোহন ছাড়া তোমার কি এ জগতে আর কেউ নেই! কোনদিন কারু পানে একবারও চোখ তুলে তাকাবে না! একটী কথাও কি তুমি কইবে না?

শেখর। না জানি, কি গুরু আশঙ্কায়
কাঁপে প্রাণ দুরু দুরু!
অনাগত ভবিষ্যের ছবি
কালের আকাশ পটে
ফলিত এমন ঘন কালরূপে!
কালীয় দমন, শরণ নিয়েছি পায়ে,
ভুলোনা এ দাসে।

[মালা পরাইল ও ধ্যান করিতে বসিল]

কিশোরী। ঠাকুর, একি! অকস্মাৎ কিসের কোলাহল? যুদ্ধ দামামা মন্দিরের এত কাছে কেন?

[রাণীর প্রবেশ]

রাণী। কিশোরী—কিশোরী—

কিশোরী। মা?

রাণী। সর্ব্বনাশ হয়েছে কিশোরী, মারাঠারা পুরী আক্রমণ করেছে!

কিশোরী। সে কি ! দাদা কোথায় ?

রাণী। গোপাল উত্তর সিংহদ্বারে মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। আমাদের সৈন্য মুষ্টিমের—মারাঠা অসংখ্য। দক্ষিণ সিংহদ্বার দিয়ে মারাঠাদের বিজয়োন্মত্ত বাহিনী এই মন্দিরের দিকে ধেয়ে আসছে, কি হবে কিশোরী !

কিশোরী। মা, মা !

রাণী। তারা লুণ্ঠনকারী দস্যু, দেব-দ্বিজ মানে না—যদি এ মন্দিরে এসে আমার মদনমোহনকে···

[হর হর মহাদেও—হর হর মহাদেও]

কিশোরী ঐ তাদের জয়ধ্বনি ! কি হবে ঠাকুর, কেমন করে আমরা মদনমোহনকে রক্ষা করব ! আমরা মরি—ক্ষতি নাই, কিন্তু ওই মদনমোহন—ওই আমাদের মদনমোহন !

শেখর। হে কুহকি, কি কারণ হাসিতেছ মৃদু মৃদু হাসি ;
কত ছল জান লীলাময়, গিরি-গোবৰ্দ্ধন-ধারি !
ওই ওঠে অরাতির তীব্র জয়ধ্বনি ;
আমি কি জানি না—রক্ষিতে ভক্তের মান
পার কিনা তুমি ; নীরব এখনো প্রভু !
ভাল ভাল, আমিও দাঁড়ায়ে হেথা
দেখি চক্রধারি, কতক্ষণ রহ তুমি নীরব পাষাণ।

[শিউভাট ও সৈনিকদের প্রবেশ]

শিউ। পেয়েছি, রাজ পুরাঙ্গনাদের পেয়েছি ! সৈনিকগণ বন্দী কর।

কিশোরী। মদনমোহন ! রক্ষা কর, মদনমোহন !

[রাণী ও কিশোরী মন্দিরে উঠিল]

শিউ। ধরো ধরো—

সেনানী। এ মন্দিরে যে ঠাকুর !

শিউ। কিসের ঠাকুর ! বাঃ, বাঃ,—জড়োয়ার গয়না গায়ে ! খুলে নে, খুলে নে।

সেনানী। ঠাকুরের গায়ে হাত দেব ?

শিউ। মূর্খ! মারাঠার ইষ্ট দেবতা শিব-শঙ্কর-ধূর্জ্জটী। সেই দেবাদিদেবের বিগ্রহ ব্যতীত অন্য দেববিগ্রহ আমাদের খেলার পুতুল ; খুলে নে—অলঙ্কার খুলে নে,—

সেনানী। ওঃ,—হাত দিতে পাচ্ছিনা, আগুন !

শিউ। আগুন,—অপদার্থ! এই দেখ, আমি নিজের হাতে অলঙ্কার খুলে নিয়ে, তারপর এই বিগ্রহকে বেদীতলে কেমন করে চূর্ণ বিচূর্ণ করি

(দৈববাণী)

বিগ্রহ করিবে চূর্ণ, আরে নরাধম !
অঙ্গ স্পর্শ কর দেখি, বুঝিব বিক্রম।

[মদনমোহন মূর্ত্তি শিব মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত]

শিউ। একি শিব মূর্ত্তি !

[ছুটিয়া ভাস্কর পণ্ডিতের প্রবেশ]

ভাস্কর। বিশ্বনাথ ! বিশ্বনাথ !
কি করিলে মূর্খ সেনাপতি !
মদনমোহন আজ
মহারুদ্র শঙ্করের বেশে !

ঐ দেখ, ক্রোধ ক্ষিপ্ত মহারুদ্র
ধরিয়াছে প্রলয় ত্রিশূল,
দ্বাদশ সূর্য্যের শিখা জ্বলিছে ললাটে ;
রক্ষা কর, রক্ষা কর, শিবরূপ মদনমোহন !
করিতেছি পণ,—
যতদিন এ মন্দিরে তুমি বিদ্যমান
বিষ্ণুপুর আক্রমণ না করিব কভু ।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

লালবাইয়ের কক্ষ

[এক পার্শ্বে খাবার সজ্জিত থালা। ক্যাবলরাম, একখানি কাগজ একমনে পড়িতেছিল]

[পিয়ারীর প্রবেশ]

পিয়ারী। ওস্তাদজী, বলি ও ওস্তাদজী, শুনছ—ও কি পড়া হচ্ছে একমনে—?

ক্যাবল। যাও যাও, দিক্ ক'রো না—পড়তে দাও।

পিয়ারী। বটে—লুকিয়ে লুকিয়ে কোন্ আবাগীর বেটীর প্রেমপত্র প'ড়ছ? দাঁড়াও—তোমার পেটে পেটে এত! বেগম সাহেবাকে বলে দিচ্ছি।

ক্যাবল। বলে' বিশেষ স্থবিধে হবে না; কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরোবে!

পিয়ারী। তার মানে—

ক্যাবল। মানে সহজ, কেলেঙ্কারীও বেফাঁস বেরিয়ে পড়বে।

পিয়ারী। কি কেলেঙ্কারী করেছি আমি—

ক্যাবল। কি করনি—তাই বলনা; হুঁ—হুঁ—আবার স্থরমা আঁকা চোখে খোঁচা দিচ্ছ! দেখ, অমনি করেই তুমি আমায় অতিষ্ঠ করে তুলেছ! তোমার গায়ে পড়া পীরিতের

হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যেই আমি এবার আস্তানা গুটোচ্ছি !

পিয়ারী। সে কি ! কোথায় যাচ্ছ ?

ক্যাবল। এই দেখছ না—রাজার কাছ থেকে দানপত্র আদায় করেছি ! কাশীতে পাঁচ বিঘে ব্রহ্মোত্তর নিয়ে বসবাস ক'রব—আর নিরিবিলি সঙ্গীতচর্চ্চা ক'রব—আর এসব খোঁচাখুঁচির দেশে নয়, চাঁদ !

পিয়ারী। না—না—তুমি যেওনা, লক্ষীটি—

ক্যাবল। এই সরো সরো, খাবারগুলো ছুঁয়ে দিওনা—খেতে দাও।

(আহার আরম্ভ)

পিয়ারী। আচ্ছা—ছোঁবনা, বল তুমি যাবে না।

ক্যাবল। না, আমি যাবো—

পিয়ারী। না গো, তুমি গেলে অমন হাঁড়ীপানা মুখ, অমন ড্যাবডেবে চোখের চাউনি, আর তো দেখতে পাবো না ওস্তাদ !

ক্যাবল। না পেলে তো না পেলে—তাতে আমার—

(নেপথ্যে লালবাইয়ের গীত)

বেগম সাহেবা গাইছেন ! এমন স্নন্দর—

পিয়ারী। নতুন ওস্তাদ ওই গান শিখিয়েছে।

ক্যাবল। এমন স্নন্দর, বাঃ !

[নিজমনে গান শুনিতে লাগিল, আপন-ভোলাভাবে কাগজ খাইল, শেষে পিয়ারীর ওড়নার খানিকটা মুখে পুরিল]

পিয়ারী। ও ওস্তাদ, একি হচ্ছে ?

ক্যাবল। চুপ্ চুপ্—গান শোন ;

পিয়ারী। গান শুন্ব কি? আমার ছোঁয়া খাবার খেলে জাত যায়, এদিকে আমার ওড়নার অর্দ্ধেকটা যে খেয়ে ফেললে!

ক্যাবল। অ্যাঁ, ওড়না খেয়েছি, তবে খাবাব?

পিয়ারী। যেমন খাবার তেমনি আছে, দেখছনা—

ক্যাবল। তবে এতক্ষণ খেলুম কি!

পিয়ারী। তোমার হাতের দানপত্র কোথায়?

ক্যাবল। ঐ যাঃ, গান শুনতে শুনতে খাবার ভেবে দানপত্রটাই খেয়ে ফেলেছি যে—অ্যাঁ!

পিয়ারী। হুঁ! তোমার কাশীবাস ভূয়ো কথা; আমি বেগমকে বলে দিচ্ছি, তুমি আমার প্রেমে এমন আটকে পড়েছ যে এখান হতে আর নড়তে চাওনা, তাই রাজার দেওয়া দানপত্র নষ্ট করে ফেলেছ।

[প্রস্থান]

ক্যাবল। না, না, তা নয়—ও পিয়ারী, শোনো শোনো—

(প্রস্থান)

(যমুনা ও লালবাইয়ের প্রবেশ)

(লালবাইয়ের গীত)

রূপলাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর,
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর;
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে,
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে;

হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধুধার,
লহু লহু কহে কথা পিরীতির সার।

যমুনা। তোমায় এ গান কে শেখালে লালবাই ?

লাল। এখানে এসে এক নতুন ওস্তাদ পেয়েছি, রাণি! আশ্চর্য্য তার শক্তি। রাজা গোপাল সিংহের মদনমোহন মন্দিরের কাছে গভীর রাত্রে তার গান শুনতুম! একদিন লুকিয়ে গিয়ে ধরে ফেললুম তাকে, সে স্বীকৃত হল আমায় গান শেখাতে। জিজ্ঞাসা করলুম, "কি চাও তুমি ?" সে হেসে জবাব দিলে, "আজ নয়—মনে থাকে যেন, একদিন চেয়ে নেব।" সেই থেকে প্রতিরাত্রে সে আমায় এমনি গান শেখায়—

যমুনা। লালবাই—

লাল। ঐ দেখ,—এতদিন পরে পেলাম তোমায়, তবু কেবল নিজের কথাই বলছি; হ্যাঁ মা—আজিম খাঁ এল না।

যমুনা। না, সে প্রাসাদের বাইরে—

লাল। বাইরে কেন ? তাকে ডেকে আনি—

যমুনা। না যেওনা, সে এখানে আসবে না।

লাল। এখানে আসবে না!

যমুনা। লালবাই, একটী কথা জিজ্ঞাসা করব—

লাল। কি ?

যমুনা। এই প্রাসাদ—

লাল। রাজা দুর্জ্জন সিংহ আমায় দান করেছেন।

যমুনা। দুর্জ্জন সিংহ না গোপাল সিংহ ?

লাল। প্রাসাদ দিয়েছেন দুর্জ্জন সিংহ কিন্তু এর অপরূপ রূপ-সজ্জা করেছেন গোপাল সিংহ।

যমুনা। আর তোমার নামে নাকি একটী দীঘি খনন করান হয়েছে? রাজা গোপাল সিংহের খনিত?

লাল। হ্যাঁ—রাণি! ঐ লালবাঁধ।

যমুনা। আর—আর—তোমার জীবিকা?

লাল। রাজা গোপাল সিংহের দয়ায় আমার ঐশ্বর্য্য সম্পদের অভাব নেই।

যমুনা। তা হলে যা শুনছি—সত্য?

লাল। কি?

যমুনা। গোপাল সিংহ তোমায় ভালবাসেন?

লাল। ভালবাসা! তাঁর মনের মধ্যে তো ঢুকিনি রাণীমা, কি করে বলব।

যমুনা। কিন্তু শুনতে পাই তিনি রাজকার্য্যে অবহেলা ক'রে অধিকাংশ সময় তোমার এখানে অতিবাহিত করেন?

লাল। রাজকার্য্যে অবহেলা করেন কিনা জানিনা, তবে দয়া করে আমার কাছে অনেক সময় আসেন বটে!

যমুনা। লালবাই, তুমি রাজাকে সর্ব্বনাশের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছ—

লাল। রাজা গোপাল সিংহের সর্ব্বনাশ হ'লে—তোমার তাতে লাভ বই ক্ষতি নেই, রাণি যমুনাবাই—

যমুনা। এ পরিহাসের কথা নয়, লালবাই !

লাল। না, এ পরিহাস নয় ; তুমি বুঝবেনা রাণি, মহারাজ গোপাল সিংহকে নিয়ে আমি পরিহাস কর্ত্তে পারি না। কিন্তু যাক্ সে কথা, এইজন্যেই কি তুমি মারাঠা শিবির হতে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছ ?

যমুনা। না ! যুদ্ধে মারাঠারা পরাজিত ; যতদিন বিষ্ণুপুর মন্দিরে মদনমোহন আছেন ততদিন তারা বিষ্ণুপুরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবেনা ; তাই এসেছিলুম তোমার সাহায্যে আমার স্বামীকে মুক্ত করে নিতে ; কিন্তু—

লাল। কিন্তু কি ?

যমুনা। কিন্তু এসে দেখি, তুমি এতখানি নীচে নেমে গেছ যে তোমার সাহায্য নিতেও আজ আমার ঘৃণাবোধ হচ্ছে—

[প্রস্থানোদ্যত]

লাল। দাঁড়াও রাণি, দয়া করে এ ঘৃণিতার গৃহে এসেছো যখন, তখন স্বামীকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে দূর হতেই বরং আমায় ঘৃণা করো !

(গোপাল সিংহের প্রবেশ)

গোপাল। লালবাই, এ কি ! কে ইনি ?

লাল। বরদার রাজ্যচ্যুত রাণী।

গোপাল। শোভাসিংহের পত্নী ?

লাল। যুবরাজ, আমার সেদিনকার সেই প্রার্থনার কথা মনে আছে ; প্রতিজ্ঞা করেছিলে—নির্ব্বিচারে পূরণ করবে ?

গোপাল। মনে আছে—বল কি চাই ?

লাল। তা হলে আমার প্রার্থনা—আমার অতিথি এই শোভা-সিংহের পত্নীর সঙ্গে তাঁর স্বামীকে মুক্তি দিয়ে, ওঁদের সসম্মানে মারাঠা শিবিরে পৌঁছে দাও।

গোপাল। তাই হবে, লালবাই! তোমার অনুরোধ—আর আমার প্রতিজ্ঞা, বিশেষতঃ মারাঠাগণ যখন সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ—তখন শোভাসিংহকে মুক্তি দিতে আমার আপত্তি নেই। এসো শোভাসিংহের মহিষী, লালবাইয়ের আতিথ্যের উপহাররূপে আমি তোমার স্বামীকে মুক্তি দান কর্চ্ছি—আর আমার আতিথ্যের উপহাররূপে তোমাদের হৃতরাজ্যে—আবার তোমাদের অধিষ্ঠিত কর্চ্ছি—এসো—

দ্বিতীয় দৃশ্য

মন্দির

(কিশোরী ও সঙ্গিনীদের নৃত্যগীত)

ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পঙ্কজ কলিতং
ব্রজ বনিতা কুচ কুঙ্কুম ললিতম্।
বন্দে গিরিবরধর পদ কমলং
কমলা কমলাঞ্চিত মমলম্।
মঞ্জুল মণি নূপুর রমনীয়ং
অচপল কুল রমণী কমনীয়ম্
অতি লোহিত মতি রোহিত ভাষং
মধু মধুপীকৃত গোবিন্দ দাসম্।

(কমলের প্রবেশ)

কমল। কিশোরী !

কিশোরী। কে ! একি, সেনাপতি—আপনি এখানে ?

কমল। কেন, তোমার কাছে কি আসতে নেই ? যা আমার ভাল লাগে—তাতে তোমার—

কিশোরী। সেনাপতি, আপনাকে সেদিন না নিষেধ করেছি আমার সঙ্গে ওভাবে কথা কইতে। যান্—আমি ঠাকুরের পূজো দেব, আপনি এখান থেকে চলে যান্—

কমল। বেশ তো, তুমি পূজো কর'—আমি পাশে দাঁড়িয়ে শুধু দেখ্‌ব ;

কিশোরী। না—সে হবেনা, আপনি এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে মাকে ডাকতে বাধ্য হব,—যান বলছি।

কমল। হুঁ—আচ্ছা—

(প্রস্থান)

কিশোরী। পুরুত ঠাকুর!

[শেখরের প্রবেশ]

কিশোরী। পুরুতঠাকুর, এই মালা আমার মদনমোহনকে দাও, আর এই মালা তুমি পর।

(মালাদান ও প্রণাম)

আমায় আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার কৃপায় মদনমোহনকে চিনতে পারি। এখনো নীরব রইলে! মুখ ফুটে আশীর্ব্বাদও করলে না; এতদিন এ পুরীতে এসেছ তুমি, একটা কথা কি কারোও সঙ্গে কইতে নেই?

শেখর। নিত্য কথা কহে ঐ পুরুষ-প্রধান
অন্তরের নিভৃত প্রদেশে,
ভয় হয়, পাছে আনমনে
পথ ভুলে যাই—
কথান্তরে নাহি শুনি অন্তরের কথা।
হে মুরলীধর. মুরলীর রবে
পাতি কান, চাহি পথ
আছি তব আশে,
ভুলোনা এ দাসে!
মদনমোহন! মালা নাও, পর গলে,
কিশোরীর ভক্তি-অশ্রুপূত।
উঁহুঁ, তা হবেনা, আমি পরিয়ে দেবনা; তুমি নিজে পর।

পর—আপনি গলায় পর—পরবে না তো !
একান্ত আশ্রিত আমি—
আমি যে তোমার,
আত্ম-সমর্পণ ছাড়া অন্য মন্ত্র নাই,
সঁপিয়াছি পায় কায়-মন-প্রাণ,
মদনমোহন, রাখ মান ফেলোনা লজ্জায় !

(মদনমোহন স্বয়ং মালা পরিলেন)

কিশোরী। ঠাকুর—ঠাকুর ! ধন্য আমি—ধন্য আমি ! আমায় কৃষ্ণ-ভক্তি দাও, ডাকতে শেখাও—

শেখর। কি জানি, কেমনে ডাকি,
কে শোনে সে ডাক !
নাহি জানি বাজে কোন্ প্রাণে,
আসে শুধু চোখে জল ভরে,
বিশ্বে যেন মদনমোহন, প্রতিরূপে হেরি।
তন্ত্র ছাড়া, মন্ত্রহারা, পূর্ব্বাপরহীন
সৃষ্টি ছাড়া আমি এলোমেলো ;
মোর বিশ্বে, মোর চৈতন্যের মাঝে
শুধু তুমি,
শুধু তুমি জেগে আছ অনন্ত সত্ত্বায়
অনন্ত আনন্দরস মদনমোহন।

(বিগ্রহকে প্রণাম)

(দাসীর প্রবেশ)

দাসী। রাজকুমারি, রাণীমা ডাকছেন—

কিশোরী। যাচ্ছি—

দাসী। এখ্‌খুনি চলে এসো, রাণীমা রাগ কচ্ছেন ;

কিশোরী। কেন ?

দাসী। কে জানে, গিয়েই দেখবে—

কিশোরী। চল।

(প্রস্থান)

দাসী। ঠাকুর মশাই, এই বেলা চট করে ভোগটা দিয়ে পেসাদ নিয়ে নাও—নইলে বাসি পেটে বিদেয় হতে হবে, হুঁ—

(প্রস্থান)

শেখর। তাইতো ; ভোগের সময় হয়েছে তো। নাও ঠাকুর শীগ্‌গির এই দুধটুকু খেয়েনাও ; খাও ভাই রাখাল রাজ ! এখনও রাজবাড়ী থেকে ক্ষীর ছানা আসেনি। এলে তখন খেয়ো—ইস্‌, ক্ষীর ছানার নামে মুখে হাসি বেরুচ্ছে ! খেয়ো খেয়ো, এখন এই দুধটুকু খেয়ে—একটু গুড় মুখে দিয়ে জল খাও ; ঠাকুর খাও—খাও, খাবে না ত—রাগ হয়েছে—দেরী হয়েছে বলে রাগ করেছ ?

এত যদি অভিমান, মদনমোহন !
কেমনে নন্দের বাধা বহেছিলে শিরে,
ভুলাইলে গোপীকায় বল কোন ছলে ?
দ্রৌপদীর কাছে
শাকান্ন যাচিয়া খেলে,
বিদূরের ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলের কণা,
লজ্জাহীন, আপনি মাগিয়া নিলে
রাজভোগ ফেলি।

ওগো অভিমানি।

রাজসূয়ে সবাকার পদ প্রক্ষালন

কেবা নাহি জানে।

তব দাসখত লেখা রাষ্ট্র ভূভারতে।

কেমন—আরও বলবো—শীঘ্র খেয়ে নাও।

আপনি হাত বাড়াতে লজ্জা করছে, আচ্ছা আমি মুখে তুলে ধরছি—চোঁ চোঁ করে খেয়ে নাও; (বাটী তুলিয়া) নাও,—চোঁ চোঁ করে; আমি চোখ বুজব! এই খেয়ে নেয়—লক্ষ্মী, মাণিক আমার, সোনা আমার, খেয়ে নেয; বাঃ, বেশ চোঁ চোঁ করে, আমি চোক্ বুজে আছি,—নাও নাও,—বাঃ লক্ষ্মী ছেলে! নাও, এইবার এই গুড় টুকু খাও, তারপর আমি জল দিই—

(রাণী ও কমলের প্রবেশ)

রাণী। পুরুত ঠাকুর—

শেখর। খাও—খাও; রাণী মাকে দেখে লজ্জা হচ্ছে বুঝি, মুখ বুজলে যে? রাণী মারইত সব; তিনিই তোমায় খেতে দিয়েছেন, ছিঃ—ওকি লজ্জা!

রাণী। পুরুত ঠাকুর, মদনমোহনের মুখে গুড় লেগে কেন? ওর নাম বুঝি ঠাকুর সেবা; আজকাল এই রকম করেই তুমি মদনমোহনের সেবা কর;—বামুনের ছেলে হ'য়ে তন্ত্রমন্ত্র, ক্রিয়াকাণ্ড কিছুই জান না!—

কমল। একি! বাটীর দুধ কি হল? নিজে খেয়েছ না বেরালকে খাইয়েছ!

(শেখর হাত বাড়াইয়া মদনমোহনকে দেখাইল)

মদনমোহনকে দেখাচ্ছে, রাণী মা;—মদনমোহন দুধ খেয়েছেন!

রাণী। মদনমোহন খেয়েছেন? অমনি করে বিগ্রহ কখনও দুধ খায়! ছি—ছি—এত বড় প্রতারকের হাতে আমি আমার মদনমোহনের সেবার ভার দিয়েছিলুম! পুরুত ঠাকুর—তুমি যাও। এই মুহূর্ত্তে আমার মন্দির ত্যাগ করে চলে যাও—

কমল। আহা—গরীব বেচারা, একেবারে তাড়িয়ে দেবেন—

রাণী। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তোমার কথায় আমি তখন বিশ্বাস করতে পারিনি। এখন সত্যই বুঝতে পেরেছি, ও ভণ্ড—প্রতারক; আমার কিশোরীর সর্ব্বনাশ ক'রতে পুরুত সেজে এই মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছে।

শেখর। মদনমোহন—মদনমোহন!

রাণী। দূর হও—তুমি দূর হও—

(কিশোরীর ছুটিয়া প্রবেশ)

কিশোরী। মা! মা! একি করছ মা!—ঠাকুরকে তাড়িয়ে দিচ্ছ? তোমার পায়ে পড়ি মা—

রাণী। চুপকর—সর্ব্বনাশী। কি পুরুত, এখনো দাঁড়িয়ে! নিজে যাবে না লোক দিয়ে ঘাড় ধরে বার করে দিতে হবে?

কিশোরী। মদনমোহন—মদনমোহন—!

শেখর। মদনমোহন, ক্ষমা কর অন্ধজনে—করুণা আধার!—প্রভু!—মুক্ত আমি, বিদায় এখন।

(প্রস্থান)

রাণী। চুপ কর কিশোরী, চুপ কর।

কমল। আসুন মা, আমরা মদনমোহনের—একি! বিগ্রহ কাঁপছে কেন!—

রাণী। অ্যাঁ—বিগ্রহ কাঁপছে?

কমল। একি! বিগ্রহ যে একটু একটু করে মাটীর নীচে ডুবে যাচ্ছে!

কিশোরী। মদনমোহন পালিয়ে যায় মা! অভিমানে মদনমোহন পালিয়ে যায়—এখনও ফেরাও পুরুতকে; ঠাকুর—ঠাকুর—

রাণী। তাই তো! পুরুত ঠাকুর! আমি ভুল করেছি—আমি ভুল করেছি!

কমল। ভুল নয়—যে অনাচার হয়েছে এত কাল এ মন্দিরে, মদনমোহনের অন্তর্দ্ধান সেই মহা পাপেরই পরিণাম।

———

তৃতীয় দৃশ্য

মারাঠা শিবির

(ভাস্কর পণ্ডিত ও যমুনাবাই)

ভাস্কর। তোমার স্বামী মহারাজ শোভা সিংহকে তুমি ফিরিয়ে পেয়েছ,—সেজন্য আমি আনন্দিত মা ; তোমাদের হৃত-রাজ্য পুনঃ প্রাপ্তির জন্য আমি তোমাদের অভিনন্দিত কর্চ্ছি !

যমুনা। পণ্ডিতজী, যে জন্য বিষ্ণুপুর আক্রমণ করেছিলেন সে উদ্দেশ্য তো সিদ্ধ হল ; আপনি কি এবার সসৈন্যে মহা-রাষ্ট্রে ফিরে যাবেন ?

ভাস্কর। না, আরও কিছুকাল এই বিষ্ণুপুর সীমান্তে অবস্থান ক'রব,—বিষ্ণুপুর রাজের গতি বিধি লক্ষ্য ক'রব।

যমুনা। আপনার যুদ্ধ-পিপাসা কি এখনও মেটেনি !

ভাস্কর। আমরা বীর মারাঠা জাতি ! যতদিন পর্য্যন্ত রণ ক্ষেত্রে নিজ রক্তে দেহ রঞ্জিত করে বীর-শয্যায় শয়ন না করি যুদ্ধ-পিপাসার আমাদের নিবৃত্তি নেই তত দিন !

যমুনা। কিন্তু শুনেছি, আপনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—যতক্ষণ মদনমোহন বিষ্ণুপুর মন্দিরে আছেন ততদিন বিষ্ণুপুর আক্রমণ করবেন না— ?

ভাস্কর। মদনমোহনকে বিষ্ণুপুর মন্দির হতে আমি স্থানান্তরিত ক'রব। একবার যাচাই করে দেখব—কি এমন আশ্চর্য্য ভক্তি ঐ বিষ্ণুপুর রাজের যাতে করে সে ঐ জাগ্রত দেবতাকে বন্দী করে রেখেছে ; দেখব একবার—

ভাস্করের দেবভক্তি ঐ বিগ্রহকে টেনে তুলে মারাঠা শিবিরে নিয়ে আসতে পারে কিনা—

(শিউভাটের প্রবেশ)

কি সংবাদ শিউভাট—

শিউ। বিষ্ণুপুর-সেনাপতি কমল বিশ্বাস সাক্ষাৎ প্রার্থী।

ভাস্কর। নিয়ে এসো--

(শিউভাটের প্রস্থান)

যমুনা। আমি তাহলে পণ্ডিতজী—

ভাস্কর। এসো মা ; হ্যাঁ—যাবার সময় একটা কথা শুনে যাও, আমার বোধ হচ্ছে—আমি পারব।

যমুনা। কি ?

ভাস্কর। ঐ বিগ্রহ টেনে তুলে আনতে—

যমুনা। আপনার এরূপ মনে হবার কারণ ?

ভাস্কর। কারণ ! উজীর কন্যা লালবাই ও বিষ্ণুপুর রাজ গোপাল সিংহের সম্বন্ধে যে কলঙ্ক গাথা আজ সারা রাজ্যে ছড়িযে পড়েছে—সে কলঙ্ক যদি সত্য হয়—তবে সে রাজ্যে দেব বিগ্রহ বেশী দিন অচল অটল হযে থাকতে পারে না।

(শিউভাটের প্রবেশ)

শিউভাট। আসুন, বিষ্ণুপুর সেনাপতি—এই দিকে আসুন।

(যমুনার প্রস্থান)

(কমলের প্রবেশ)

কমল। পণ্ডিতজীর জয় হোক !

ভাস্কর। আসুন বিষ্ণুপুর-সেনাপতি ! আপনার সংবাদ ?

কমল। সংবাদ বড় শুভ,—বিষ্ণুপুর হতে মদনমোহন বিগ্রহ অন্তর্হিত !

ভাস্কর। সেকি !—

কমল। হ্যাঁ পণ্ডিতজী ! আমি নিজের চোখে দেখেছি—বিষ্ণুপুর রাজবংশের মহাপাপে বিগ্রহ মন্দির-তল ভেদ করে নিম্নে অন্তর্হিত হয়ে গেছে ! এখন আপনার বিষ্ণুপুর আক্রমণের অপূর্ব্ব সুযোগ ; এইবার পূর্ণ শক্তিতে বিষ্ণুপুরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ুন।

ভাস্কর। আপনার সংবাদ আমাদের পক্ষে বিশেষ শুভজনক—সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ, বিষ্ণুপুর রাজ যখন আমার প্রার্থিত অর্থ দানে অসম্মত হযেছেন তখন বিষ্ণুপুরকে উপযুক্ত শাস্তি দেবার এ শুভ সুযোগ আমি হেলায় হারাতে পারি না। কিন্তু আমার কথা যাক্—আপনার এতে লাভ—?

কমল। লাভ আছে বই কি, পণ্ডিতজী ! আপনাকে আমি এই শুভ সংবাদ দিয়েছি—তা ছাড়া যুদ্ধ কালেও আমার অধীনস্থ সেনাবাহিনী নিয়ে আমি আপনার সহায়তা করব। শুধু তাই নয়, ইতি মধ্যেই রাজা গোপাল সিংহ ও লালবাইযের সন্দেহ জনক সম্পর্কের বিষয়ে আমি বিষ্ণুপুরের অধিকাংশ নাগরিককে এমন উত্তেজিত করে দিয়েছি যে সম্ভবতঃ তারা অবিলম্বে গোপাল সিংহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে !

ভাস্কর। ওঃ ! সে কলঙ্ক-কথা প্রচারের মূলে আপনিই ?

কমল। হ্যাঁ, মারাঠা পণ্ডিত ! ধূমায়িত অগ্নিকে আমি বহু যত্নে

প্রজ্জ্বলিত করেছি! বিষ্ণুপুর-শক্তি-ধ্বংসের আয়োজন সম্পূর্ণ করেছি; পরিবর্ত্তে আপনি আমায়—

ভাস্কর। বলুন, পরিবর্ত্তে আপনাকে কি দিতে হবে?

কমল। পরিবর্ত্তে যুদ্ধ জয়ের পর আপনি বিষ্ণুপুর-রাজ-কন্যাকে আমায় দান করবেন—আর যখন মহারাষ্ট্রে ফিরে যাবেন, বিষ্ণুপুরের সিংহাসন হবে আমার;—অবশ্য মহারাষ্ট্রপতি পেশোয়াকে আমি বার্ষিক বিপুল রাজস্ব দান করতে প্রতিশ্রুত থাকব!

ভাস্কর। হুঁ—

কমল। তাহলে পণ্ডিতজী, আর কাল বিলম্ব নয়; এই বেলা সৈন্য সজ্জা করে বিষ্ণুপুর আক্রমণ করুন।

ভাস্কর। সত্য! যাও শিউভাট, তূর্য্যনিনাদে সমস্ত বাহিনীকে সজ্ঘবদ্ধ কর; আমরা আজই রাত্রে বিষ্ণুপুর আক্রমণ করব—।

(শিউভাটের প্রস্থান ও ভেরী নিনাদ)

কমল। তাহলে আমি এখন আসি, পণ্ডিতজী।

ভাস্কর। আপনি কোথায় যাবেন—আপনি এখানেই থাকুন।

কমল। কিন্তু দুর্গে ফিরে গিয়ে আমার সৈন্য সজ্জা—

ভাস্কর। না আপনাকে ধন্যবাদ,—অত ক্লেশ করতে হবে না আপনাকে! বরং আপনি আমার কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ লৌহবলয় ধারণ করে আমাদের সঙ্গে থাকবেন,—এই—

(ইঙ্গিতে সৈন্যগণ তাহাকে বন্দী করিল)

কমল। একি! আমি বন্দী; কৃতঘ্ন মারাঠা পণ্ডিত—

ভাস্কর। কৃতঘ্ন! আজন্ম বিষ্ণুপুর রাজের পাদুকা বহন করে,

তার দয়ার অন্নে শরীর পুষ্ট করে, তারই সর্ব্বনাশের জন্য যে দুরাচার শক্রর সঙ্গে যোগ দিতে চায়, তাকে মারাঠারা অম্‌নি করেই অভ্যর্থনা করে থাকে, বিষ্ণুপুর সেনাপতি ! (প্রহরির প্রতি) কারাগারে নিয়ে যাও।—

কমল। পণ্ডিত্‌জী,—আমি গোপাল সিংহের শক্র কিন্তু আপনাদের মিত্র।

ভাস্কর। রাজা গোপাল সিংহের মত শক্রও আমাদের কাম্য—কিন্তু তোমার মত মিত্রের মিত্রতায় আমরা পদাঘাত করি।

———

চতুর্থ দৃশ্য

গ্রাম্যপথ

(মালিনীর প্রবেশ)

—গীত—

হরি নাকি যাবে মধুপুর—
ছাড়িব গোকুল বাস, জীবনে কি আর আশ
বধ-ভাগী হইল অক্রূর ;
ছাড়িব গোকুলচন্দ, পরাণে মরিব নন্দ,
মরিবেক রোহিণী যশোদা ;
গোপীর মরণ দৈবে অনুমান করি সবে ;
সভার আগে মরিবেক রাধা।
আর না শুনিব বেণু, আর না দেখিব কানু,
আর না করিব কেশ বেশ,
এমন বেথিত থাকে, কানুরে বুঝায়ে রাখে
বিধি বিনে নাহি উপদেশ।

(গীতান্তে প্রস্থান)

(শেখরের প্রবেশ)

শেখর। জীবনের ছেলেখেলা
শেষ হয়ে আসে ;
অন্তরের রন্ধ্রে, রন্ধ্রে, পুরে পুরে
যেই বাঁশী বাজিত গো সুরে,
আজ যেন বহু দূর হতে ভেসে আসে
প্রতিধ্বনি তার ;

যেই অনুভূতি-শিহরিত হিয়া
রসকদম্বের ভাবে পূলকে পূরিত
আজ যেন স্পন্দহীন।
মদনমোহন!
তব চরণের সেই মধুপদ্ম গন্ধ
কোথা আজ টেনে লয় মোরে?
আশে পাশে পদধ্বনি শুনি
কিন্তু মর্ম্ম মাঝে
কই সেই মোহিনী প্রতিমা?
নিত্য যে পরশ দিয়ে
ভরেছিল সর্ব্ব অঙ্গ মোর,—
হাত ধরি, সারাক্ষণ ফিরি সাথে সাথে,
কোথা সেই মৃত সঞ্জীবন?
একা—একা আমি,
ভেসে আসে বাতাসের বুকে
শুধু তব ক্ষীণ বংশীরব,
বিশ্বে আর সকলি নীরব!
একি হ'ল মদনমোহন!
না না—যায় যাক, সব মুছে যাক,
তুমি থেকো মদনমোহন—
তুমি মোরে ত্যাজিওনা কভু।

(রাখালের প্রবেশ)

রাখাল। হ্যাঁ ভাই, মদনমোহন কি ভালবাসার জনকে কখনও ছাড়তে পারে?

শেখর। নাহি পারে যদি—
গৃহহারা করিল আমায় ;
আশ্রয় হারায়ে ফিরি তাহারি সন্ধানে !
কাঁদি একা—তবু চোর এতক্ষণে
কি কারণে নাহি দেয় ধরা ?

রাখাল। সে তোমায় আশ্রয়হারা করেছে না তুমি তারে আশ্রয় হারা করেছ—ঠাকুর ?

শেখর। আমি !

রাখাল। হ্যাঁ তুমি ! তুমি চলে এলে কাঁদতে কাঁদতে,—সেও বিষ্ণুপুরের মন্দির ছেড়ে তোমার পিছনে চ'লে এল ; তুমি পথের পথিক, তারও পায়ে তাই আজ বিঁধছে পথের কাঁটা।

শেখর। রাখাল—রাখাল ! একি কহ বিচিত্র বারতা !
মোর তরে মন্দিব ত্যজিয়া প্রভু
ফিরে পথে পথে ?

রাখাল। হ্যাঁ শুধু তোমার জন্যে।

শেখর। হায় হায় ! এমন দুর্ভাগা আমি,
আমার কারণ কণ্টক-কঙ্কর-বিদ্ধ
শ্যামসুন্দরের সেই রাতুল চরণ !
কেন আমি পথে তবে—কেন তবে কাঁদাই প্রভুরে ?

রাখাল। কেন কাঁদাও ? ছিঃ সংসারের মানুষ কত ভুল ভ্রান্তি করে,—তাদের ওপর অভিমান করে কি তোমার শ্যামসুন্দরকে কষ্ট দেবে ভাই !

শেখর। না—কভু নয়—কভু নয়—

রাখাল। তুমি মন্দিরে ফিরে না যাওয়া পর্য্যন্ত সেও ফিরতে পাচ্ছে না। তুমি যাও—মদনমোহনও সেই সঙ্গে আবার মন্দিরে ফিরে যাবে।

(প্রস্থান)

শেখর। আমি যাবো, বিষ্ণুপুর মন্দিরেতে ফিরিব আবার।
তুচ্ছ মোর মান অভিমান! পথের ঠাকুরে মোর
আবার বসাব ল'য়ে রত্ন সিংহাসনে।
হে রাখাল! একাকী যেয়োনা আর,
চিনেছি তোমায়—
যে পথে চলিবে তুমি, হৃদয় বিছায়ে দেব
সেথাকার পথের ধূলায়।

(প্রস্থান)

(বিদ্যার্ণব ও মধুরায়ের প্রবেশ)

মধু। ওহে বিদ্যার্ণব, আগেই এতটা উত্তেজিত হোয়োনা।

বিদ্যা। না—উত্তেজিত হবনা! দেশের রাজা যে, তার চরিত্তির খারাপ হলে, ছেলে বউ নিয়ে দেশে বাস করাই দুর্ঘট হবে যে—

মধু। আহা, কি আমার ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির কথা কইছেন গো! আশী বছর বয়সে যুবতী মালির মেয়ের খোঁজ করেন—উনি আবার—

বিদ্যা। দেখ্ ম'ধো, মুখ সামলে কথা কইবি! আমার সঙ্গে গোপাল সিংএর তুলনা! জানিস্—আমি ত্রিসন্ধ্যা না সেরে, পূজো হোম না ক'রে, কোনদিন কোন কাজ করি না!

আমার পাপ তাপ রোজ গঙ্গাজলে ধুয়ে যায়! আর ঐ গোপাল সিংহ—

(দুর্গাপ্রসাদের প্রবেশ)

দুর্গা। রাজা গোপাল সিংহের বিষয়ে কি কথা কইছেন, বিদ্যার্ণব মশাই—

বিদ্যা। এই যে সেনাপতি দুর্গাপ্রসাদ! না—মধুকে বলছিলাম বাবা, যে রাজা গোপাল সিংহের মত সচ্চরিত্তির, প্রজা বৎসল রাজা আর দুটি হয় না। আহা-হা—মানুষ তো নয়—যেন একাধারে তিলতুলসী গঙ্গাজল—

দুর্গা। হুঁ—কিন্তু একটী বিষয়ে আপনাদের আমি সতর্ক করে দিচ্ছি,—ভাল হোন মন্দ হোন—রাজার চরিত্র বিচারের চেষ্টা আপনারা কখনো কর্ব্বেন না,—ফল তার বিশেষ সুবিধে হবে না।

বিদ্যা। সে কি! আমি কি কথা বলেছি,—এই মধু আছে জিজ্ঞাসা করুন। হ্যাঁ মধু, আমি—

দুর্গা। মধুকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তে হবে না। সেনাপতি দুর্গাপ্রসাদ কমল বিশ্বাস নয়—একথা যেন ভুলবেন না! রাজা গোপাল সিংহের বিরুদ্ধে কোথায়—কোন মুহূর্ত্তে—কি চক্রান্ত চলছে, কে তার কুৎসা রটনা কর্চ্ছে, আর যে জানুক আর না জানুক, দুর্গাপ্রসাদ তার সংবাদ রেখে থাকে।

বিদ্যা। সেনাপতি—

দুর্গা। মারাঠা বর্গী আবার বিষ্ণুপুরের দ্বারদেশে হানা দিয়েছে,

এ সময়ে রাজার কুৎসা রটনায় ব্যস্ত না থেকে আত্ম-রক্ষার চেষ্টা করুন, বিদ্যার্ণব মশাই !

(প্রস্থান)

বিদ্যা। ও মধু, সেনাপতি বলে কি ; আবার বর্গী এল ; অ্যাঁ—অ্যাঁ—

(প্রস্থান)



পঞ্চম দৃশ্য

লালবাঁধের তীর

(রাজা গোপাল সিংহ ও লালবাই)

লাল। মহারাজ !

গোপাল। মহারাজ নয়, যুবরাজ।

লাল। না। জীবন-নাট্যের সে যৌবরাজ্যের অধ্যায় এবার পাল্‌টে দিতে হবে। চাপা থাক সে কাহিনী এখন, আজ তোমায় প্রবল-প্রতাপ মহারাজ রূপে দেখা দিতে হবে।

গোপাল। লালবাই !

লাল। যাও—তুমি গৃহে ফিরে যাও, তোমার শত্রুদের দমন কর। তোমার একদিকে রক্তলোলুপ মারাঠা সৈন্য—অন্যদিকে তোমার বিদ্রোহী প্রজার দল! তুমি বুঝতে পার্চ্ছনা এ সময়ে নিশ্চেষ্ট আলস্যে বসে থেকে তুমি কত বড় অন্যায় করুছ, রাজা !

গোপাল। অন্যায়, অপরাধ—সব কিছু আমার ; আমার সেনাপতি ষড়যন্ত্র ক'রে শত্রুর সঙ্গে যোগ দেয়—সে আমার অপরাধ। দেশরক্ষার এতটুকু আয়োজন না করে, সমস্ত দেশবাসী আমার কুৎসা রটনায় পঞ্চমুখ, আমায় রক্তচক্ষু দেখাবার স্পর্দ্ধা পোষণ করে—সে আমার অপরাধ। তোমায় কি আর বলব লালবাই, আমার মন্দির থেকে—আমার পিতৃ-পুরুষের চির-আরাধ্য পাষাণ বিগ্রহ মদনমোহন—মাটি ফুঁড়ে নীচে নেমে যায়—তার জন্যেও অপরাধী আমি !

লাল। রাজা—

গোপাল। আমি যাবো না; আমার দেশবাসী রাজার চরিত্র বিচারের ভার নিজেদের হাতে যখন তুলে নিয়েছে, তারা যখন নিজেরাই বিচারক সেজে বসেছে, তখন আর আমার মিথ্যা রাজাগিরীর অভিনয় কেন! করুক তারা বিচার, করুক তারা মারাঠা বর্গী দমন,—আমি এই লাল বাঁধের তীরে ব'সে তাদের বিচারের শেষ পরিণাম দেখব।

(প্রস্থানোদ্যত)

লাল। রাজা—রাজা, তাদের ওপর অভিমান করে তুমি কর্ত্তব্য-চ্যুত হয়োনা—

গোপাল। না লালবাই! রাজা হিসাবে আমার কর্ত্তব্য শেষ হয়ে গেছে। তারা, আমার দায়ীত্ব, নিজেরা হাতে তুলে নিয়েছে। আমি তোমার কাছে থাকি—তোমায় ভালবাসি—এই আমার অপরাধ—লালবাই! আর সত্য যদি এ অপরাধ হয়—তাহলে জীবনব্যাপী লোক-হিতে, দেশ-হিতে যা কিছু করেছি—তার সব মুছে ফেলে, আজ এই একটী অপরাধকেই বড় করে দেখতে হবে? অপরাধ! অপরাধ! বেশ! আমারও শেষ কথা—এই অপরাধ—এই পাপকে সঙ্গী করেই আমি আমার জীবন কাটাতে চাই; যতদিন লালবাই থাকবে ততদিন তার সান্নিধ্যে জীবন যাপন ব্যতীত গোপালসিংহের অন্য কোন কর্ত্তব্য নেই।

(প্রস্থান)

লাল। লালবাই জীবিত থাকবে যতদিন, ততদিন অন্য কর্ত্তব্য নেই কিন্তু লালবাই যেদিন থাকবে না? এই পৃথিবীর শ্যামলিমা, আকাশের উদার আলো—এর মাঝখান থেকে লালবাইয়ের ক্ষুদ্র স্মৃতি যেদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যাবে—ওগো বল, সেদিন তুমি তোমার আপনার জনের কাছে ফিরে যাবে? সেদিন তো তোমার দেশের প্রতি, জাতির প্রতি কর্ত্তব্যসাধনে আর কোন বাধা থাকবে না? একদিন প্রশ্ন করেছিলুম—কে হারল—কে জিতল? আজ স্বীকার করছি—আমি পরাজিত। সেই পরাজয়ের গৌরব মাথায় নিয়ে আমি হাসতে হাসতে তুনিয়া থেকে সরে যাবো—শুধু তোমার মুখে যদি এতটুকু হাসি ফোটাতে পারি।

(লালবাইয়ের গীত)

কত দূরে—বন্ধু আর কত দূরে,
সুদূর পিয়াসী হে প্রিয় আমার
চলিব গানের সুরে!
ভেঙ্গে দাও মোর বালুকায় বাঁধা বাসা,
ঘুচে যাক্ মিছে জীবনের কাঁদা হাসা।
কল কলরব মিশে যাক্ সব
অতল শীতল পুরে।

(রাখালের প্রবেশ)

রাখাল। সই—

লাল। কে! ওস্তাদ!

রাখাল। তুমি কাঁদছ, সই?

লাল। না—কাঁদিনি। এসো ওস্তাদ, মনে মনে তোমাকেই বুঝি ডাকছিলুম।

রাখাল। আমি যে তোমাকেই খুঁজে ফিরছি, সই—

লাল। আমায়! কেন ওস্তাদ—?

রাখাল। আজ আমার প্রয়োজন! আমায় সেই গান শেখাবার পারিশ্রমিকটী আজ দাও—

লাল। কি চাই বল—আমার হীরা জহরৎ যা কিছু আছে, সব তোমায় বিলিয়ে দিয়ে যাবো।

রাখাল। হীরা জহরৎ চাইনে সই, গরীব রাখাল—ও নিয়ে আমি কি করব!

লাল। তবে, আর কি চাই বল—

রাখাল। দেখো, আমায় বিমুখ কোরোনা যেন—

লাল। বিশ্বাস কর, আজকের দিনে অন্ততঃ তুমি আমায় বিশ্বাস কর, ওস্তাদ, আমি তোমায় শুধুহাতে ফেরাবোনা—ফিরাতে পারি না—

রাখাল। তাহলে আমায় দক্ষিণা দাও।

লাল। বল কি দক্ষিণা?

রাখাল। রাজা গোপাল সিংহের মুক্তি।

লাল। গোপাল সিংহের মুক্তি!

রাখাল। হ্যাঁ, তোমার যুবরাজকে তোমায় ছাড়তে হবে! শুধু আজকের মত নয়—চিরদিনের মত—

লাল। ওস্তাদ! ওস্তাদ!

রাখাল। কেঁদোনা সই, তাকে ছাড়ো—আবার তাকে নূতন করে পাবে! ভয় নেই সখি—আমি তোমায় এমন আশ্রয়ে

নিয়ে যাব—শুধু বিষ্ণুপুরের গোপাল নয়—যশোমতীর শ্যামসুন্দর গোপাল সেখানে তোমায় নিত্যকাল ঘিরে থাকবে।

(প্রস্থান)

লাল। ওস্তাদ—ওস্তাদ! যেওনা, আমায় একা রেখে, চলে যেওনা তুমি—

দুর্গাপ্রসাদ (নেপথ্যে) মহারাজ এখনো শুনুন—মহারাজ, ফিরে আসুন।

(লালবাইয়ের অন্তরালে অবস্থান)

[সেনাপতি দুর্গাপ্রসাদ ও গোপাল সিংহের প্রবেশ]

গোপাল না—না, তুমি আমায় অনুরোধ কোরোনা—দুর্গাপ্রসাদ; আমি লালবাইকে ছাড়তে পারবোনা।

দুর্গা। কিন্তু বিষ্ণুপুর যে ধ্বংস হ'ল।

গোপাল হোক ধ্বংশ; আমার প্রজারা পর্য্যন্ত যখন আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা কর্ত্তে সাহসী হয়, তখন পারে, তারা নিজেরা দেশরক্ষা করুক—আমি এ যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করব না।

দুর্গা। অবিবেচকের মত কথা কইবেন না, মহারাজ! মারাঠারা আপনার সন্ধানে এই প্রাসাদ আক্রমণ করেছে; জল-স্রোতের মত এখুনি মারাঠার সৈন্যস্রোত এ স্থান প্লাবিত করে দেবে; এখনো আসুন—লালবাইকে পরিত্যাগ ক'রে আপনি চলে আসুন।

গোপাল। বলেছি তো—আমি যাবোনা, যেতে হয় লালবাইকে সঙ্গে নিয়ে যাবো।

দুর্গা। কিন্তু নাগরিকগণ যে তাতে বিদ্রোহ করবে, লালবাইকে তারা আপনার সঙ্গে যেতে দেবেনা।

গোপাল। তবে যাও—তাকে ফেলে আমি যাবোনা।

দুর্গা। ঐ শুনুন মারাঠাদের জয়ধ্বনি; শীঘ্র আসুন—নইলে আপনার জীবন বিপন্ন হবে।

(সেনাপতির প্রস্থান)

গোপাল। হয় হোক জীবন নাশ,—মরতে হয় লালবাইকে নিয়ে মরব, তবু স্পর্দ্ধিত প্রজার রক্তচক্ষুর শাসনে আমি তাকে ত্যাগ কর্ত্তে পারব না। এ জগতে এমন কোন শক্তি নেই যে জোর করে লালবাইকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেয়। একমাত্র লালবাই আমায় মুক্তি না দিলে আমি তাকে ছেড়ে যাবোনা। লালবাইকে কিছুতে ছেড়ে যাবোনা।

(প্রস্থানোদ্যত)

[লালবাইয়ের প্রবেশ]

লাল। যুবরাজ!

গোপাল। লালবাই!

লাল। দাঁড়াও—এ দিকে এস না—স্থির হয়ে দাঁড়াও ওখানে।

[লালবাই বাঁধের উপর উঠিল]

লাল। মারাঠারা আমার প্রাসাদ ঘিরে ফেলেছে—এখনি এসে প'ড়বে তারা এইদিকে। শীঘ্র যাও, তোমার জীবন রক্ষা কর—তোমার জাতিকে রক্ষা কর—তোমার জন্মভূমিকে রক্ষা কর।

গোপাল। কিন্তু তোমায় ছেড়ে ?

লাল। মুক্তি দিচ্ছি আমি তোমায়, চিরকালের মত—চির জন্মের মত।

গোপল। মুক্তি।

লাল। তুমি আমায় এই লালবাঁধ তৈরী করে দিয়েছিলে, এর নীচে ঠিক তোমারি ভালবাসার মত স্বচ্ছ নির্ম্মল জল-ধারা, ঐ জলে আমি ঝাঁপিয়ে পড়বো।

গোপাল। সে কি লালবাই !

লাল। এসোনা—ধরতে পারবে না ; দেশের রাজাকে দিলুম মুক্তি—কিন্তু বাহু মেলে আশ্রয় পেলাম আমার যুবরাজের ভালবাসার বুকে ! বিদায় যুবরাজ—বিদায়।

(ঝম্পদান)

গোপাল। লালবাই—লালবাই—

(রাখালের প্রবেশ)

রাখাল। লালবাইয়ের জন্যে ভেবোনা রাজা। সে ডুবে যায়নি ; ঐ দেখ—জলের তলেও তার কী অপূর্ব্ব আশ্রয় মিলেছে !

[দেখা গেল—
জলমধ্যে মীনরূপা নারায়ণ লালবাইকে ধরিয়া রাখিয়াছেন]

———

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[বনপথ, দূরে লালবাইয়ের প্রাসাদের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে। প্রাসাদ চূড়ায় চাঁদের আলো]

(গোপাল সিংহ ও দুর্গাপ্রসাদ)

দুর্গা। চলুন মহারাজ !

গোপাল। দুর্গাপ্রসাদ !

দুর্গা। চলুন—

গোপাল। কোথায় ?

দুর্গা। আপনার প্রাসাদে।

গোপাল। প্রাসাদে ! না প্রাসাদে যাব না।

দুর্গা। তবে কোথায় যাবেন ?

গোপাল। কোথাও যাবোনা ; এইখানে দাঁড়িয়ে দেখব।

দুর্গা। কি ?

গোপাল। ঐ দেখ, লালবাইয়ের প্রাসাদ-শীর্ষে কেমন চাঁদের আলো লুটিয়ে পড়ছে। যে পুরী একদিন সহস্র দীপ শিখায়, উৎসব মুখরা রূপসীর মত হাসতো, সেখানে আজ একটিও দীপ জ্বলে না, জ্বলে শুধু জোনাকী আর— চাঁদের আলো—

দুর্গা। মহারাজ !

গোপাল। শূন্য-পুরীমাঝে ব'সে উদাস নেত্রে সাম্‌নে তাকিয়েছিলুম, হঠাৎ মনে হল যেন লালবাই এসে আমার পাশটীতে বসেছে। স্পষ্ট শুনলুম তার কণ্ঠস্বর। সে ডাকল, "যুবরাজ যুবরাজ";—আমি তাকে ডাকতে যাচ্ছিলুম—বনস্পতি মর্ম্মরধ্বনি করে উঠল, লালবাঁধের জল কল-কাকলীতে বলে উঠল, "ডেকোনা, সে ঘুমিয়েছে—তাকে ডেকোনা"; —প্রাসাদ ছেড়ে বাইরে পালিয়ে এলুম।

দুর্গা। যে চলে গেছে, তার জন্যে আর ভেবে কি হবে, যুবরাজ ?

গোপাল। চলে গেছে! সাজাহান বাদশার তাজমহল ছেড়ে মমতাজ চলে গেছে বলতে পার ? তাও যদি সম্ভব হয় কিন্তু ঐ লালবাঁধ ছেড়ে আমার লালবাই পালাতে পারে না। সে ঘুমিয়েছে ; তুমি ঘুমোও লালবাই, আমি জেগে রইলুম—তুমি ঘুমোও !

দুর্গা। মহারাজ! লালবাইয়ের মৃত্যুকালের কথা মনে পড়ে ?

গোপাল। পড়ে না! সে আমায় বাঁধন থেকে মুক্তি দিয়ে গেছে—

দুর্গা। না—মুক্তি নয়, আপনাকে এক কঠোর বাঁধনে বেঁধে গেছে।

গোপাল। কঠোর বাঁধন !

দুর্গা। হ্যাঁ, সে আপনাকে উপহার দিয়ে গেছে—আপনাকে দান করে গেছে—আপনার দেশ মাতৃকার করে।

গোপাল। হ্যাঁ, মনে পড়ে সে বলেছিল,—"তোমার দেশকে রক্ষা করো, তোমার জাতিকে রক্ষা করো, যুবরাজ, তাই দিলুম তোমায় মুক্তি !"

দুর্গা। তা যদি হয়—আপনি তার সেই অনুরোধ বিস্মৃত হবেন মহারাজ! এখনো তার শোকে কাতর হ'য়ে পথে পথে বিচরণ করবেন! লালবাইয়ের প্রদত্ত সেই গুরু দায়ীত্ব এখনো আপনি মাথায় তুলে নেবেন না ?

গোপাল। নেব! আমি আমার প্রাণপণ চেষ্টাতেও লালবাইয়ের শেষ মিনতি মেনে চলব। বল, বল—দুর্গাপ্রসাদ, তার জন্যে আমায় কি করতে হবে।

দুর্গা। তা হলে আসুন, মহারাজ, সমস্ত অবসাদ—সমস্ত দুর্ব্বলতা বিসর্জ্জন দিয়ে চলে আসুন আপনার প্রাসাদ দুর্গে, আপনার সমবেত সৈন্য বাহিনীর পুরোভাগে, তাদের উৎসাহিত করবেন আসন্ন সমরের জন্য !

গোপাল। আসন্ন সমর! কার সঙ্গে! মারাঠারা তো যুদ্ধে বিরত হয়েছে।

দুর্গা। বিরত হয়েছে সত্য। কিন্তু বিষ্ণুপুর সীমা তো এখনো ত্যাগ করেনি! কতবার তারা এমন যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়েছে, আবার সহসা পূর্ণোদ্যমে আক্রমণ করেছে। মেঘ-গম্ভীর আকাশ আসন্ন ঝঞ্ঝারই পূর্ব্বাভাষ !

গোপাল। সত্য বলেছ দুর্গাপ্রসাদ ! ভীষণ ঝড় উঠবে এ তারই পূর্ব্বাভাষ! তাহ'লে আর বিলম্ব কেন! চল

দুর্গাপ্রসাদ, চল দুর্দ্দিনের বন্ধু! আমার এ অন্তরে আর বিন্দুমাত্র দৌর্ব্বল্য নেই। প্রয়োজন হয়, দেশ জননীর পাদপীঠতলে এ জীবন বলিদান করব—তবু মায়ের পবিত্র অঙ্গে এতটুকু কালিমা চিহ্ন লাগতে দেবনা! এসো—

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিষ্ণুপুর সান্নিধ্য প্রান্তর

ভাস্কর। কে তোমায় এ সংবাদ দিলে শিউভাট্ ?

শিউ। এ আশ্চর্য্য কাহিনী এ অঞ্চলের সবার মুখে কিম্বদন্তীর মত ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা যখন লালবাইয়ের প্রাসাদ অধিকার ক'রে তাদের তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করেও ধরতে পারলুম না, তখন প্রাসাদের বহু রক্ষী আমাদের ঐ একই কথা বলেছে।

ভাস্কর। তারা বল্‌লে যে লালবাই লালবাঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ল, আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হল মেঘবর্ণ দুখানি বাহু জলের ভেতর থেকে তাকে বেষ্টন করে নিলে !

শিউ। হঁ্যা পণ্ডিতজী ! আমার মনে হয় লালবাই যাদুকরী ছিল।

ভাস্কর। যাদুকরীই বটে ! গোপাল সিং তারপর বিষ্ণুপুর প্রাসাদে ফিরে গিয়ে, আমাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে—এ সংবাদও সত্য।

শিউ। হঁ্যা, কিন্তু তাতে ভাবনার কি কোন কারণ আছে, পণ্ডিতজী ?

ভাস্কর। শিউভাট্ !

শিউ। আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝতে পারছিনা, লালবাইয়ের সেই মৃত্যু প্রহেলিকা শুনে আপনি হঠাৎ যুদ্ধ স্থগিতের আদেশ দিলেন কেন ? বিষ্ণুপুরী সেনা নগণ্য, আর আমরা পঞ্চাশ হাজার !

ভাস্কর। তবু সেই পঞ্চাশ হাজার নিয়েও সেবার পরাজিত হ'য়ে ফিরতে হয়েছে শিউভাট্।

শিউ। সে মদনমোহনের দৈবশক্তির জন্যে; মদনমোহন যখন নিজেই বিষ্ণুপুর হতে অন্তর্হিত, তখন আর চিন্তা কি? আপনি যুদ্ধবিরতির আদেশ প্রত্যাহার করুন, আজ রাত্রি প্রভাতেই বিষ্ণুপুর দুর্গ আমরা পুর্ণোদ্যমে আক্রমণ করি।

ভাস্কর। বেশ, তবে তাই করো শিউভাট্! রাত্রি প্রভাতেই বিষ্ণুপুরের সঙ্গে আমাদের শেষবারের মত শক্তি পরীক্ষা। কিন্তু খুব সাবধান, দেখো সেই মদনমোহন মন্দিরের ত্রিসীমানায় যেয়োনা, সে মন্দিরের একখানি পাথরেও যেন আমাদের বারুদের একটু ধোঁয়া পর্য্যন্ত না লাগে, খুব সাবধান!

শিউ। সেই বিগ্রহ শূন্য মন্দিরে অনেক ঐশ্বর্য্য।

ভাস্কর। না না, তার এক কপর্দ্দকেও লোভ কোরোনা। কি জানি—যাদুকরের মন্দির, সাবধান থাকাই ভাল—

শিউ। পণ্ডিতজী—

ভাস্কর। যাও—সৈনিকদের এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে বোলো, না চলো—আমি নিজে গিয়ে তাদের সতর্ক করব, তারা যেন মদনমোহন মন্দিরের দিকে না যায়।

(উভয়ের প্রস্থান)

(প্রান্তরের অপর পার্শ্ব)

(শেখরের প্রবেশ)

শেখর। মৃত্যুর দামামা ধ্বনি—শুনি চারিভিতে।
প্রলয়ের আয়োজনে সাজে যেন
সারা বিষ্ণুপুর। দ্বারদেশে দুরন্ত অরাতি,
এ সময়ে প্রভু মোর নাহিক মন্দিরে !
কে রক্ষিবে এ নগরী, কে রক্ষিবে
ভয়াকুল পুরবাসিগণে? বলেছ রাখাল তুমি,
আমি গেলে ফিরিবেন অভিমানী মদনমোহন ;
চলি পথ একা একা—হে ঠাকুর—
বলে দাও, কতক্ষণে—কতক্ষণে—

(রাখালের প্রবেশ)

রাখাল। এখন আর মন্দিরে নয়—এসো আমার সঙ্গে।

শেখর। রাখাল! চতুর কানাই—
রাখালিয়ারূপে তুমি এসেছ আবার !
এসো, এসো, কাছে এসো—
পালায়োনা আর,
শীঘ্র চলো মম সনে মন্দিরে তোমার !

রাখাল। না গো না, এখন কারুকে মন্দিরে যেতে হবেনা।

শেখর। রাখাল !

রাখাল। মন্দিরে পরে যেও ! সেখানে গেলেই তো তোমার ঠাকুর আবার সেই পাষাণ বিগ্রহ হ'য়ে বসে থাকবে, সারা বিষ্ণুপুর ধ্বংস হলেও, সে পাথরের ঠাকুর কথাটি কইবেন না। তার চেয়ে আমার সঙ্গে এসো—অন্য

একটা ভারী দরকারী কাজ আছে; শিগ্‌গির এসোনা—

শেখর। চলো তবে,
চিনেছি তোমারে সত্য আর নাহি ডরি—
সাথে যাবো যেথা লয়ে যাবে।

রাখাল। এসো তা হলে—

(প্রস্থান)

—·——

* দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রান্তরের অপর পার্শ্ব

[কেল্লার বুরুজের উপর—
দলমাদল কামান—
দূরে মারাঠা শিবির]

(শেখরের প্রবেশ)

শেখর। মৃত্যুর দামামা ধ্বনি—শুনি চারিভিতে।
প্রলয়ের আয়োজনে সাজে যেন
সারা বিষ্ণুপুর। দ্বারদেশে দুরন্ত অরাতি,
এ সময়ে প্রভু মোর নাহিক মন্দিরে!
কে রক্ষিবে এ নগরী, কে রক্ষিবে
ভয়াকুল পুরবাসিগণে? বলেছ বাখাল তুমি,
আমি গেলে ফিরিবেন অভিমানী মদনমোহন;
চলি পথ একা একা—হে ঠাকুর—
বলে দাও, কতক্ষণে—কতক্ষণে—

নেপথ্যে— মারো, মারো, ঐদিকে, তোপে উড়িয়ে দাও

(নেপথ্যে কামানের শব্দ)

আশে পাশে, ওই আসে
অগ্নির গোলক
ধ্বংস বজ্র মৃত্যুলীলা করে।
নাহি ভয়, নাহি ডরি, এস হে নির্ভয়ে।

---

* মফঃস্বল রঙ্গমঞ্চের জন্য—পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বিতীয় দৃশ্যের শেষ ভাগের (প্রান্তরের অপর পার্শ্ব) পরিবর্ত্তে—এই দৃশ্য ব্যবহৃত হইবে।

গোপীমন চোর !
এও তব প্রেমমূর্ত্তি,
মৃত্যু আলিঙ্গনে, যতনে বাঁধিতে চায়
মুক্তি দিতে জীবে।
এস হে কাণ্ডারী ! রুদ্ররূপে ডরি,
যেন নাহি ফিরাই তোমার।

(রাখালের প্রবেশ)

(শব্দ)

রাখাল। হ্যাঁগো, তোমার ভয় কচ্ছে না ? পালিয়ে এস, বর্গী এসে পড়ল যে ?

শেখর। নাহি জানি এ কোন ছলনা !
কোন মায়াজাল পাতি আমারে ভাঁড়াও তুমি !
সুখ দুঃখ, ভয় ডর, হাসি কান্না মোর,
সকলি যে শ্রীচরণে,
কায়মন সহ সঁপিয়াছি চিরতরে।
লজ্জা মোর, ঘৃণা মোর, মৃত্যু পরাভব
সকলি তোমার।

রাখাল। ওগো চলে এস' না ? দেখছ'না আগুনের গোলা আসছে।

(শব্দ)

শেখর। হে মুরারী !
চক্ষে মোর ধূলি দিতে চাও ?
ভাল, এত যদি ভয়, এত প্রাণে মায়া,
তুমি কি সাহসে বিচরণ কর হেথা ?

তিলমাত্র নড়িবনা আমি,
ভীমকান্ত রুদ্রমূর্ত্তি করি নিরীক্ষণ,
জুড়াব নয়ন,
সুখ দুঃখ, জীবন মরণ,
হাসিমুখে যেন করি হে বরণ
সমভাবে ;
—এ মিনতি, ওই রাঙ্গাপদে।

রাখাল। যাবে না ত ?
আমি পালাই বাবা,
যুদ্ধ এগিয়ে আসছে !

(শব্দ)

শেখর। সেই ভাল, যেবা তব মনে লয়।
মৃত্যু আসে, আসুক—কি ক্ষতি ?
কিন্তু মোর আশ্রয়দাতার,
—এতদিন যার ভোগে হয়েছ পালিত—
হবে সর্ব্বনাশ,
—শুধু সহিতে না পারি।
লজ্জানিবারণ,
ভুলেছ কি উত্তরার গর্ভনাশ ভয়ে
চক্রধর চক্র ধরি' আবরিলে পথ,
নহে বহুদিন ;
যুগে যুগে সাধুর রক্ষায়,
আর দুষ্টের দমনে,
হেন লীলা নহে পুরাতন

রাখাল। উঃ পালাই বাবা! কি আগুন!

(শব্দ)

শেখর। সেই ভাল, ওগো মৃত্যুঞ্জয়ী!
নিজ পথ দেখ তুমি,
আমি কিন্তু অজর অমর
সেই শাসত পদ স্মরি,
নির্ভয়ে চলিয়া যাই মৃত্যু পরপারে।

রাখাল। দেখ, এখানে এই কামানটা প'ড়ে রয়েছে, তুমি তো ছুড়তে জানোনা?

শেখর। (মৃদু হাসি)

রাখাল। আমি কিন্তু খুব ভাল বাজী ছুড়তে পারি; এসনা এই কামানের রজ্জুতে আগুণ দিয়ে, একটু বাজীর খেলা বর্গীদের দেখাই; আমি খুব পারবো পটকার মত আওয়াজ করতে। আমি ছেলেমানুষ কিনা,—তুমি বারুদ ব'য়ে এনে ভরে দাও, আর আমি আগুন দিই—

শেখর। ওগো চক্রী!
যা করাবে তাই হবে;
এস—

(নেপথ্যে শব্দ ও ধুম্রজাল)

তৃতীয় দৃশ্য

মদনমোহন মন্দির প্রাঙ্গন

(কিশোরীর গীত)

কি খেলা খেলিছ তুমি নিঠুর পাষাণ!
সহিতে পারি না এ বেদনা আর
কর কর অবসান;
গোপী-কলঙ্ক চন্দন সম
মেখেছিলে সারা গায়—
মম অপরাধে তবে কেন বল
হ'ল এত অভিমান!

কিশোরী। মদনমোহন! বলে দাও, এ শূন্য মন্দিরে আর কতকাল তোমার আশাপথ চেয়ে ব'সে থাকব, এ বিপদের সময়ও কি তুমি আসবে না মদনমোহন?

(গোপাল সিংহের প্রবেশ)

গোপাল। কিশোরী—

কিশোরী। কে? দাদা! যুদ্ধের সংবাদ?

গোপাল। সংবাদ বড় ভীষণ। আমার সেনাদলের অর্দ্ধেক নিহত; একমাত্র সেনাপতি দুর্গাপ্রসাদের অসাধারণ দক্ষতায় এখনও মারাঠারা দুর্গদ্বারে পৌছুতে পারেনি; কিন্তু দুর্গাপ্রসাদ সামান্য সেনা নিয়ে একা কতক্ষণ তাদের বাধা দেবে! হয়ত খুব শীঘ্রই—

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। মহারাজ!

গোপাল। কি সংবাদ?

সৈনিক। মারাঠারা দুর্গদ্বারের নিকটবর্ত্তী।

গোপাল। হুঁ—যাও—

(সৈনিকের প্রস্থান)

কিশোরী। দাদা—

গোপাল। আমাকে এবার দুর্গাপ্রসাদের পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। যদি না ফিরি,—যদি, বলি কেন—এ কাল সমরে ফিরব না একথা নিশ্চয়। বীরের কন্যা, বীরের ভগ্নী তুই! আর কিছু না পারিস্, শেষ পর্য্যন্ত—

কিশোরী। জানি দাদা; তুমি ভেবনা, হাসতে হাসতে মৃত্যুর বুকে ঝাঁপ দেব, তবু বীরাঙ্গনার মর্য্যাদা হারাবনা—

গোপাল কিশোরী, ভগ্নী আমার, মদনমোহন তোকে আশীর্ব্বাদ—না, আবার মদনমোহনের নাম মুখে আনি কেন? সে পাষাণ তো নেই, সে যে অভিশপ্ত গোপাল সিংহকে ত্যাগ করে চিরদিনের মত চলে গেছে!

কিশোরী। মদনমোহন—মদনমোহন!

প্রহরী। মহারাজ! (প্রহরীর প্রবেশ)

গোপাল। সংবাদ?

প্রহরী। দুর্গদ্বার ভগ্নপ্রায়।

গোপাল। যাও, আমি জানি, শত্রুপক্ষের প্রবল চাপে, সে দ্বার এতক্ষণে ভেঙ্গে যাওয়াই স্বাভাবিক ছিল।

(নেপথ্যে হর হর মহাদেও)

ঐ মারাঠার আকাশ ভেদী জয়ধ্বনি বড় কাছে। ভগ্নি! আত্মরক্ষায় প্রস্তুত হও—আমি চল্লুম।

(প্রহরীর প্রবেশ)

গোপাল। শীঘ্র বল—

প্রহরী। সেনাপতি দুর্গাপ্রসাদ আহত—

গোপাল। দুর্গাপ্রসাদ আহত—আমি যাচ্ছি—কিশোরী—তা হলে জীবনের মত শেষবার তোর দাদার আশীর্ব্বাদ—

কিশোরী। আর কোন আশাই নেই দাদা ?

গোপাল। কোনো আশা নেই। এক আশা ছিল দলমাদল কামান, কিন্তু তা ব্যবহার করতে জানে—এমন মহাবীর এ যুগে কেউ নেই! আমার সব আশার আলো নিভিয়ে দিয়ে মদনমোহন যখন পালিয়ে গেছে—আর কোন আশা নেই—কোন আশা নেই—

(প্রস্থান)

কিশোরী। মদনমোহন—মদনমোহন! তুমি একি করলে ঠাকুর ? যত পাপ—যত অপরাধ করে থাকি, তোমার কাছে কি তার ক্ষমা নেই ? ওগো এসো, চোখের জলে পা ধুইয়ে দিয়ে তোমার সেই লাঞ্ছিত ভক্তকে বরণ করে নেব—তুমি ফিরে এসো ঠাকুর।

(রাণীর প্রবেশ)

রাণী। কিশোরী—কিশোরী—

কিশোরী। মা—

রাণী। শত্রু দুর্গে প্রবেশ করেছে, কি করে আত্মরক্ষা করবে মা ?

কিশোরী। মদনমোহন জানেন মা, তাঁকে ডাকো।

রাণী। কোথায় মদনমোহন! হে ঠাকুর! আমি অপরাধী,—আমায় যত খুসী শাস্তি দাও—কিন্তু আমার গোপালকে বাঁচাও—আমার বিষ্ণুপুরকে বাঁচাও; শপথ করছি করুণাময়, তোমার পুরোহিতকে যেখানে পাই পায়ে ধরে ফিরিয়ে আনব—তুমি এসো—তুমি এসো, রক্ষা কর মদনমোহন!

(রক্ষীর প্রবেশ)

রক্ষী। মা—মারাঠারা এসে পড়ল, পালান পালান।

কিশোরী। এলোনা, পাষাণ তবু এলনা—

রাণী। কি আসবে না! কংস-কেশী-মুর-দৈত্যহারী এখনও আসবে না! পার্থ সারথী হয়ে কুরুক্ষেত্রে যে রথচক্র ধরতে পেরেছিল—সে আজ মদনমোহন হয়ে বিষ্ণুপুর রক্ষায় অস্ত্রধারণ করবে না?

কিশোরী। মা—মা—

রাণী। আমার শ্বশুর বংশের অগ্নি গর্ভ দলমাদল কামান উপযুক্ত যোদ্ধার অভাবে এখনও ঘুমিয়ে রইল, এ সময়ও মদনমোহন শত্রুদমনে আবির্ভূত হল না। আয়—আয় কন্যা—মদনমোহন না জাগে, রমণী হয়ে আমরাই যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ব--আমারাই সেই দলমাদলের বজ্রগর্জ্জনে পাষাণদেবতার ঘুম ভাঙ্গাবো।

[নেপথ্যে তোপধ্বনি! দেখা গেল, মদনমোহন দলমাদল চালনা করিয়া তোপ দাগিতেছেন—সঙ্গে শেখর বারুদ জোগাইতেছে]

রাণী। কিসের বজ্রধ্বনি!

কিশোরী। বুঝি পাষাণের ঘুম ভেঙ্গেছে মা!
উচ্চকণ্ঠে ডাকো তাঁকে—মদনমোহন মদনমোহন!

রাণী। মদনমোহন মদনমোহন!

(গোপাল সিংহের ছুটিয়া প্রবেশ)

গোপাল। মদনমোহন—কই, কোথায় মদনমোহন?

রাণী। গোপাল!

গোপাল। কে আমার দলমাদলে আগুন জ্বালালে মা? তার বজ্র পৌরুষে সমগ্র মারাঠাবাহিনী সন্ত্রাসিত, ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়িত,—দলমাদলে আগুণ দিলে কে? কে সেই বিশ্বজয়ী বীর।

(শেখরের প্রবেশ)

শেখর। মদনমোহন—মদনমোহন!

সকলে। পুরোহিত!

গোপাল। তোমার সর্ব্বাঙ্গে বারুদের কালি!

শেখর। ও কালি মাখিনি একা।
আদেশে যাঁহার বারুদ বহন করি,
সেই লীলাময় মোর
ওই—ওই পুনঃ রত্নাসনে বসি',
মৃদু হাসি হেসে বলে,
দেখ মোর অপরূপ ছবি!

[মদনমোহন-বিগ্রহ মন্দির হইতে বুকে তুলিয়া আনিল]

রাণী। এ কি মদননোহন ফিরে এসেছেন!

কিশোরী। কি আশ্চর্য্য! আমার মদনমোহনের হাতে মুখে সর্ব্বাঙ্গে বারুদের কালি। আমার মদনমোহনই তবে

বিষ্ণুপুর রক্ষা করেছেন, ঠাকুর নিজেই দলমাদল চালিয়েছেন ; ধন্য—ধন্য আমরা !

গোপাল। মদনমোহন—পাষাণ দেবতা আমার, বিষ্ণুপুর রক্ষায় তোমার এই বীরকীর্ত্তি, যুগে যুগে লক্ষ ভক্তকণ্ঠে বিঘোষিত হউক, করুণাময় !

যবনিকা